৩৬. চন্দ্রগুপ্ত কোথায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন?

উঃ জৈন বিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত পরিণত বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগোলা নামক স্থানে অনশনে দেহত্যাগ করেন (৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)।

৩৭. কোন্ শিলালিপি থেকে জানা যায় বাংলা বা বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল?

উঃ মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বাংলা বা বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

৩৮. সুদর্শন হ্রদ খোদাই কে করেছিলেন?

উঃ রুদ্রদমনের 'জুনাগড় শিলালিপি' থেকে জানা যায় যে, সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিযুক্ত শাসক পুষ্যগুপ্ত অলসেচের জন্য সুদর্শন হ্রদ খোদাই করেন।

৩৯. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে "First historical founder of a great empire of India" (ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বৃহৎ সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা) বলেছেন?

উঃ ডঃ এইচ. সি. রায়চৌধুরী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে "First historical founder of a great empire of India' বলেছেন।

৪০. চাণক্য কে ছিলেন?

উঃ 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের রচয়িতা চাণক্য বা কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী ও প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজ ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন।

৪১. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর মগধের সিংহাসনে কে বসেন?

উঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন।

৪২. বিন্দুসারের মাতার নাম কি ছিল?

উঃ বিন্দুসারের মাতার নাম ছিল দুর্ধরা।

৪৩. প্রাচীন ভারতের কোন্ সম্রাট 'অমিত্রঘাত' উপাধি ধারণ করেছিলেন?

উঃ মৌর্য বংশের সম্রাট বিন্দুসার 'অমিত্রঘাত' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

৪৪. বিন্দুসারের সময়ে কোন্ রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ কে দমন করেন?

উঃ বিন্দুসারের সময়ে তক্ষশিলায় প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। যুবরাজ অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন।

৪৫. বিন্দুসারের দরবারে সিরিয়ার গ্রীকরাজা এ্যান্টিওকাস কর্তৃক প্রেরিত রাজদূতের নাম কি?

উঃ বিন্দুসারের দরবারে সিরিয়ার গ্রীকরাজা এ্যান্টিওকাস সম্ভবত ডেইমেকস (Deimechos) নামে এক রাজদূত পাঠিয়েছিলেন।

৪৬. বিন্দুসার এ্যান্টিওকাসকে কি কি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন?

উঃ বিন্দুসার সিরিয়ার গ্রীকরাজা এ্যান্টিওকাসের কাছে পত্র মারফৎ মিষ্টমদ্য, শুকনো ডুমুর ও একজন গ্রীক দার্শনিক পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন।

৪৭. মিশরের গ্রীকরাজা টলেমি বিন্দুসারের দরবারে কাকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন?

উঃ মিশরের গ্রীকরাজা টলেমি বিন্দুসারের দরবারে ডাওনিসাসকে (Dionysus) কে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি সম্রাট অশোকের আমলে এসে পৌছেছিলেন।

৪৮. বিন্দুসার কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?

উঃ বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে বিন্দুসার ২৮ বছর এবং পুরাণ অনুসারে তিনি ২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

৪৯. বিন্দুসারের পর কে মগধের সিংহাসনে বসেন?

উঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন (২৭৩ খ্রিঃ পূঃ)।

৫০. কোন্ কোন্ উপাদানের ভিত্তিতে অশোকের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে পারা যায়?

উঃ (১) অশোকের শিলালিপি, (২) সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' এবং অন্যান্য বৌদ্ধ উপাখ্যান ও গ্রন্থাদি।

৫১. সিংহাসনে বসার কত বছর পরে অশোকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল?

উঃ সিংহাসনে বসার চার বছর পরে অশোকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

৫২. প্রথম জীবনে অশোক কোথায় শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন?

উঃ প্রথম জীবনে অশোক উজ্জয়িনীতে শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন।

৫৩. বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে অশোক কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন?

উঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে অশোক হিন্দুধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

৫৪. অশোকের উপাস্য দেবতা ছিলেন 'মহেশ্বর'—একথা কে বলেছেন?

উঃ ঐতিহাসিক কলহনের মতে, অশোকের উপাস্য দেবতা ছিলেন 'মহেশ্বর'।

৫৫. প্রাচীনকালে কলিঙ্গ বলতে বর্তমানের কোন্ অঞ্চলকে বোঝাত?

উঃ প্রাচীনকালে কলিঙ্গ বলতে উড়িষ্যা ও গঞ্জাম জেলার কিছু অংশকে বুঝায়।

৫৬. কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন?

উঃ ২৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ অভিষেকের নবম (মতান্তরে অষ্টম) বছরে অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।

৫৭. অশোক কেন কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন?

উঃ অশোক কেন কলিঙ্গ আক্রমণ করেন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও ঐতিহাসিকদের মতে অশোকের সময়ে কলিঙ্গ একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং যা মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের স্থলপথ ও জলপথগুলি ছিল কলিঙ্গের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কারণে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন।

৫৮. কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল কোন্ শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায়?

উঃ অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে (Rock Edict XIII) কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল জানতে পারা যায়।

Scanned by CamScanner

৫৯. কলিঙ্গ যুদ্ধের গুরুত্ব কি?

উঃ কলিঙ্গ যুদ্ধ মগধ তথা ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে মৌর্য রাজাগণ কর্তৃক অনুসৃত পররাজ্য গ্রাসনীতি পরিত্যক্ত হয় এবং এর পরিবর্তে সাম্য, মৈত্রী, সামাজিক অগ্রগতি ও ধর্মপ্রচারের যুগ শুরু হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অশোক গতানুগতিক যুদ্ধনীতির পথ পরিত্যাগ করে উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে উল্লেখিত আছে যে, কলিঙ্গ জয়ের অব্যবহিত পরেই অশোক দেবানাংপ্রিয় ধর্মের অনুসরণ করে মানুষের মনে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ জাগরিত করার ব্যাপারে ব্রতী হয়েছিলেন এবং অহিংসাকে জীবনে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

৬০. কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিল?

উঃ কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক মৌর্য সম্রাটদের অনুসৃত দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের দিগ্বিজয়ের নীতি বর্জন করার উপদেশ দান করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ধর্মবিজয়ই হল একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিজয়। সম্রাট অশোক মৈত্রীনীতি গ্রহণ করে বহু গ্রীকরাজাদের মিত্রতা লাভ করেছিলেন।

৬১. প্রাচীন ভারতের কোন্ রাজা রাজকীয় কর্তব্যকে প্রজাদের প্রতি ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ মৌর্য সম্রাট অশোক সর্বপ্রথম রাজকীয় কর্তব্যকে প্রজাদের প্রতি ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেন।

৬২. কে কেন 'ধর্মমহামাত্র' ও 'ধর্মযুক্ত' কর্মচারী নিয়োগ করেন?

উঃ মৌর্য সম্রাট অশোক 'ধর্মমহামাত্র' এবং 'ধর্মযুক্ত' নামে আর একশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ধর্মমহামাত্রদের দায়িত্ব ছিল ধর্ম প্রচার করা এবং ব্রাহ্মণ, যবন ও জৈনদের রক্ষা করা। ধর্মমহামাত্রদের প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ও অবিচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করা।

৬৩. ধর্মপ্রচার করার জন্য অশোক কাদের নিয়োগ করেছিলেন?

উঃ মৌর্য সম্রাট অশোক 'রাজুক', 'যুক্ত' ও 'প্রাদেশিক' কর্মচারীদের ধর্মপ্রচারের জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

৬৪. ধর্মপ্রচার করার জন্য অশোক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ মৌর্য সম্রাট অশোক শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে মৈত্রী ও অহিংসা পালনের উপদেশ দান করেন। রাজকর্মচারীদের সহায়তা এবং শিলাস্তম্ভে ও পর্বতগাত্রে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ সহজ ভাষায় উৎকীর্ণ করে তিনি স্বদেশে ধর্মপ্রচার করেন। ভারতের বাইরেও তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

৬৫. সম্রাট অশোকের জনকল্যাণমূলক কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ সার্থক করার উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক মৃগয়া ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ করেন। দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের সুবিধার্থে প্রশস্ত রাজপথ, পান্থশালা, কূপ-খনন, অতিথিশালা, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

৬৬. সম্রাট অশোক প্রথম জীবনে কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন?

উঃ কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন।

৬৭. কে কোথায় তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন?

উঃ মৌর্য সম্রাট অশোক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন।

৬৮. সম্রাট অশোকের নীতিমূলক নির্দেশ লেখ।

উঃ সম্রাট অশোকের নীতিমূলক নির্দেশগুলি হল—দয়া, দান, সত্য, শুচিতা ও সাধুতা, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তি, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অহিংসা।

৬৯. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অশোকের ধর্ম সম্পর্কে কি বলেছেন?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে অশোক ধর্মের নামে যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্ম অপেক্ষা ছিল মূলত নৈতিক অনুশাসন।

৭০. ঐতিহাসিক স্মিথ অশোকের সম্পর্কে কি বলেছেন?

উঃ ঐতিহাসিক স্মিথের মতে, অশোকের ধর্ম ছিল সর্বতোভাবে নীতিমূলক। রাজনৈতিক ও নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে প্রজাপালন তাঁর অভীষ্ঠ লক্ষ্য ছিল।

৭১. ঐতিহাসিক পানিক্কর অশোকের ধর্ম সম্পর্কে কি মত প্রকাশ করেছেন?

উঃ ঐতিহাসিক পানিক্কর মনে করেন যে, অশোকের ধর্ম এবং হিন্দুধর্ম অভিন্ন এবং সে বিচারে হর্ষবর্ধনকে বৌদ্ধ ও কুমারপালকে জৈন বলা হয়ে থাকে, সেই বিচারেই অশোককে বৌদ্ধ বলা যেতে পারে।

৭২. এমন তিনজন ঐতিহাসিকের নাম কর যারা মনে করেন অশোক যথার্থই বৌদ্ধ ছিলেন?

উঃ ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর, বড়ুয়া এবং ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে অশোক যথার্থই বৌদ্ধ ছিলেন।

৭৩. দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে অশোক ধর্মনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কি বলেছেন?

উঃ দ্বিতীয় স্তম্ভ লিপিতে অশোক ধর্মনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে 'পাপের স্বল্পতা, কল্যাণধর্মের প্রাচুর্য, দয়া, সত্য ও শৌচ'।

৭৪. অশোকবাদ (Asokism) কি?

উঃ অশোক প্রচারিত ধর্ম হুবহু বৌদ্ধধর্ম ছিল না। অশোক প্রচারিত ধর্মে কোন বিশেষ ধর্মীয় তত্ত্বের ও দর্শনের ইঙ্গিত ছিল না। অশোকের ধর্মনীতি ছিল জনকল্যাণমূলক, মানুষ ও পশু, সকল জীবের জন্য রাস্তার দুধারে বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণী খনন, বিশ্রামাগার স্থাপন ইত্যাদি জনহিতকার কার্যাবলীর ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে বিচার

Scanned by CamScanner

অশোকের ধর্মমতকে বৌদ্ধধর্মের সংশোধিত সংস্করণ বা অশোকবাদ (Asokism) বলা যায়।

৭৫. ভারতের বাইরে কোথায় কোথায় অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন?

উঃ অশোক পশ্চিম-এশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মিশর, গ্রীস ও সিংহলে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন।

৭৬. সিংহলে অশোক ধর্মপ্রচার করার জন্য কাদের প্রেরণ করেছিলেন?

উঃ অশোক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভাই) এবং কন্যা সংঘমিত্রা (মতান্তরে বোন) কে পাঠিয়েছিলেন।

৭৭. গ্রীকশাসিত কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন?

উঃ অশোকের ত্রয়োদশ প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে, অশোক গ্রীকশাসিত মিশর, সিরিয়া, সাইরিন এবং এপিরাস বা করিন্থের রাজসভায় ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

৭৮. ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে অশোকের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে?

উঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেমন—বিরাট (জয়পুর), জাতিঙ্গা-রামেশ্বর (মহীশূর), সাহাবাদ (বিহার), রূপনাথ (জবলপুর), মাস্কি (হায়দ্রাবাদ) প্রভৃতি স্থানে অশোকের শিলালিপিগুলি পাওয়া গেছে।

৭৯. অশোকের শিলালিপিগুলির গুরুত্ব কি?

উঃ অশোকের শিলালিপিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলি থেকে অশোকের জীবনী ও তাঁর কৃতিত্বের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এইগুলি থেকে প্রথমত কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্বে অশোকের জীবন বৃত্তান্ত, দ্বিতীয়ত কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা, তৃতীয়ত অশোকের অন্তরে কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, চতুর্থত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোকের প্রচেষ্টা, পঞ্চমত অশোক কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন, ষষ্ঠত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক, সপ্তমত অশোকের সময়ে জনসাধারণের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

৮০. শাসক হিসেবে অশোকের কৃতিত্ব লেখ।

উঃ সুশাসক হিসেবে অশোক পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। তিনি অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। পেশোয়ার থেকে বাংলাদেশ এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অশোক রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যে এক ভাষা ও এক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের কোন সম্রাট এই কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না।

৮১. হস্তলিপির প্রচলন কার সময়ে হয়েছিল?

উঃ হস্তলিপির প্রচলন সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লেখার প্রচলনন অশোকের সময়েই শুরু হয়। অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলেই পালি 'সর্বভারতীয় ভাষায়' উন্নীত হয়।

৮২. "অশোক মানবজাতির প্রথম ধর্মগুরু"—একথা কে বলেছেন?

উঃ ডঃ স্মিথ একথা বলেছেন।

৮৩. "ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হাজার হাজার নৃপতিদের মধ্যে অশোকই একমাত্র উজ্জ্বল তারকা"—মন্তব্যটি কার?

উঃ এইচ. জি. ওয়েলস্।

৮৪ "বিশ্বের ইতিহাসে অশোক অতুলনীয় এবং অশোকের আবির্ভাব ভারতকে মহিমান্বিত করেছে"। — একথা কে বলেছেন?

উঃ ডঃ আর. সি. মজুমদার একথা বলেছেন।

৮৫. অশোকের সাম্রাজ্যের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর নাম কর।

উঃ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোকের সাম্রাজ্যের সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'যবন', 'কম্বোজ', 'গান্ধার', 'রাষ্ট্রিক', 'ভোজ' এবং 'অন্ধ্র'।

৮৬. কোন্ যুগে সর্বপ্রথম গুপ্তচর নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়?

উঃ বৈদিক যুগে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার যন্ত্র হিসেবে গুপ্তচর প্রথার ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়।

৮৭. কোন্ কোন্ উপাদান থেকে মৌর্য শাসনব্যবস্থার কথা জানা যায়?

উঃ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' এবং অশোকের শিলালিপি থেকে মৌর্য শাসনব্যবস্থার কথা জানতে পারা যায়।

৮৮. "প্রজামাত্রই আমার সন্তান" একথা কে বলেছেন?

উঃ "প্রজামাত্রই আমার সন্তান" একথা মৌর্য সম্রাট অশোক বলেছেন।

৮৯. মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শক্তির মূলে কি ছিল?

উঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শক্তির মূলে ছিল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি।

৯০. কবে কোথায় সম্রাট অশোক পরলোক গমন করেন?

উঃ আনুমানিক ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোক পরলোক গমন করেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে অশোক তক্ষশীলায় প্রাণত্যাগ করেন।

৯১. মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট কে ছিলেন?

উঃ পুরাণ ও বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' অনুসারে বৃহদ্রথ ছিলেন শেষ মৌর্য সম্রাট। তিনি ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিজ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন।

৯২. মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ২টি কারণ নির্দেশ কর।

উঃ অর্থনৈতিক অবনতি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী ছিল।

৯৩. মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের দায়িত্ব কতখানি?

উঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের দায়িত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক দিগ্বিজয়ের নীতি ত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ করেন। এমনকি

Scanned by CamScanner

তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও 'ভেরীঘোষের' পরিবর্তে 'ধর্মঘোষ' নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। অহিংস নীতিকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। সামরিক শক্তির অবক্ষয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৯৪. কোন্ কোন্ গ্রীক অধিপতি বিন্দুসারের সভায় দূত প্রেরণ করেছিলেন?

উঃ সিরিয়ার অধিপতি অ্যান্টিয়োকাস ডাইমেকস্ এবং মিশরের গ্রীক অধিপতি টলেমি ডায়নেসাস নামে গ্রীকদূত বিন্দুসারের রাজসভায় প্রেরণ করেছিলেন।

৯৫. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় আগত গ্রীক দূতের নাম লেখ। বিন্দুসার কোন্ কোন্ গ্রীকদেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন?

উঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় মেগাস্থিনিস গ্রীকদূত হিসেবে এসেছিলেন।

বিন্দুসার সিরিয়া ও মিশরে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছিলেন।

৯৬. কোন্ কোন্ উপাদান থেকে শুঙ্গবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়?

উঃ শুঙ্গবংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল—'পুরাণ', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'। এছাড়া কালিদাসের 'মালবিকা-গ্নিমিত্রম' নাটক, 'দিব্যবদম' এবং অযোধ্যা অনুশাসনলিপি।

৯৭. শুঙ্গরা কতদিন রাজত্ব করেছিল?

উঃ মৌর্যদের পতনের পর শুঙ্গরা ১১২ বছর রাজত্ব করেছিল।

৯৮. পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কত বছর রাজত্ব করেন?

উঃ পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ৩৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

৯৯. পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কি উপাধি ধারণ করেছিলেন? তাঁর রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

উঃ পুষ্যমিত্র শুঙ্গ 'সেনাপতি' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পাটলিপুত্র, অযোধ্যা ও বিদিশা (বর্তমানে বেসনগর) তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী পাঞ্জাবের জলন্ধর ও শিয়ালকোট শুঙ্গ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

১০০. পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে কোন্ দুটি ঘটনা ঘটেছিল?

উঃ তাঁর রাজত্বকাল দুটি ঘটনা হল বিদর্ভ যুদ্ধ ও গ্রীক আক্রমণ।

১০১. কোন্ নাটকে এই দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে?

উঃ 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে বিদিশার শাসনকর্তা ও পুষ্যমিত্রের পুত্র 'অগ্নিমিত্রে'র সঙ্গে বিদর্ভ রাজ যজ্ঞসেনের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়।

১০২. পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় কোন্ বিদেশী শক্তি আক্রমণ করে?

উঃ কালিদাস ও পতঞ্জলির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় গ্রীকরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিল।

১০৩. গ্রীকদের কে পরাজিত করেছিলেন?

উঃ 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে উল্লেখ আছে যে, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বের শেষের দিকে গ্রীকরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে যুবরাজ অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র গ্রীকদের পরাজিত করে আর্যাবর্ত রক্ষা করেন। অনেকের মতে গ্রীকদের নেতা ছিলেন মিনান্দার অথবা ডিমেট্রিয়াস।

১০৪. শুঙ্গ রাজা কোন্ ধর্মের উপাসক ছিলেন?

উঃ শুঙ্গরাজারা গোঁড়া হিন্দুধর্মী হলেও তারা পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না।

১০৫. কত খ্রিস্টাব্দে পুষ্যমিত্র পরলোক গমন করেন? তারপর কে রাজা হয়েছিলেন?

উঃ খ্রিস্টপূর্ব ১৪৯ অব্দে পুষ্যমিত্র পরলোক গমন করেন। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসনে বসেছিলেন।

১০৬. রাজা হবার পূর্বে অগ্নিমিত্র কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন? তিনি কাকে পরাজিত করেন?

উঃ রাজা হবার পূর্বে অগ্নিমিত্র বিদিশার শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনি বিদর্ভ রাজকে পরাজিত করেছিলেন।

১০৭. কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকের নায়ক কে ছিলেন?

উঃ কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকের নায়ক ছিলেন অগ্নিমিত্র।

১০৮. অগ্নিমিত্রের পর কে রাজা হন?

উঃ অগ্নিমিত্রের পর সুজ্যেস্থ সিংহাসনে বসেন এবং সাতবছর রাজত্ব করেন।

১০৯. কার সময় থেকে শুঙ্গবংশের পতন শুরু হয়?

উঃ সম্ভবত সুমিত্র ও বসুমিত্র অভিন্ন রাজা ছিলেন। রাজা হিসাবে সুমিত্র ছিলেন দুর্বল ও অলস। ফলে তাঁর সময় থেকে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

১১০. সুমিত্র কিভাবে নিহত হন?

উঃ বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় যে, সুমিত্র নৃত্য ও সঙ্গীতের খুব প্রিয় ছিলেন এবং সঙ্গীত আসরেই মুলাদেব নামে এক আততায়ীর হাতে সুমিত্র নিহত হন।

১১১. মুলাদেব কে ছিলেন?

উঃ সম্ভবত মুলাদেব ছিলেন কোশল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

১১২. সুমিত্রের রাজত্বকালে কোন্ কোন্ স্বাধীন বংশের উদ্ভব হয়?

উঃ সুমিত্রের রাজত্বকালে পাঞ্চাল, কৌশাম্বী, মথুরা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলির উদ্ভব হয়।

১১৩. সুমিত্রের পর সিংহাসনে কে বসেছিলেন?

উঃ সুমিত্রের পর ১২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বজ্রমিত্র সিংহাসনে বসেন এবং ৯ বছর রাজত্ব করেন।

১১৪. বজ্রমিত্রের পর কে সিংহাসনে বসেন?

উঃ বজ্রমিত্রের পর ১১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভগবত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ৩২ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

১১৫. শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন? তিনি কিভাবে নিহত হন?

উঃ ৮২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দেবভূতি সিংহাসনে বসেন। 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় দেবভূতি নারীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। দেবভূতি তাঁর মন্ত্রী বাসুদেবের প্ররোচনায় এক নারী পরিচারিকার হাতে নিহত হলে শুঙ্গ বংশের অবসান ঘটিয়ে বাসুদেব এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

১১৬. শুঙ্গযুগের শিল্পকলার নির্দশন দাও।

উঃ শুঙ্গ যুগেই শিল্পকলায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ভারহুত স্তূপ, সাঁচী স্তূপের তোরণ বেষ্টনী, অজন্তায় চৈত্য-প্রকোষ্ঠ, বেসনগরের গরুড় স্তম্ভ, বোধগয়ার প্রস্তর বেষ্টনী, নাসিকের চৈত্য প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি শুঙ্গ যুগের শিল্পকলার চরম নিদর্শন।

১১৭. শুঙ্গ যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নির্দশন কি?

উঃ পতঞ্জলির "মহাভাষ্য" এ যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১১৮. শুঙ্গ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি কেন্দ্রের নাম কর।

উঃ শুঙ্গ যুগে বিদিশা ও গোনর্দ ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১১৯. কে বিদিশায় ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে গরুড় স্তম্ভ নির্মাণ করেন?

উঃ যবন রাজা হেলিওডোরাস বিদিশায় (বেসনগর) ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে গরুড় স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

১২০. শুঙ্গ যুগে কোন্ ধর্মের প্রাধান্য ছিল?

উঃ শুঙ্গ যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

১২১. শুঙ্গ বংশের পর কোন্ বংশের রাজত্বকাল শুরু হয়?

উঃ কাণ্ববংশের রাজত্বকাল শুরু হয়।

১২২. কাণ্বদের শূদ্রভৃত্য বলে কে বর্ণনা করেছেন?

উঃ ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকার কাণ্বদের শূদ্রভৃত্য বলে বর্ণনা করেছেন।

১২৩. কাণ্ববংশের কোন্ রাজাকে সাতবাহনরাজ সিমুক পরাজিত করেছিলেন?

উঃ কাণ্ব বংশের চতুর্থরাজ সুশর্মন দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের রাজা সিমুক কর্তৃক পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন।

১২৪. পুরাণ অনুসারে কতজন কাণ্বরাজা রাজত্ব করেছিলেন?

উঃ পুরাণ অনুসারে চারজন কাণ্বরাজা ৪৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

১। সিরিয়া সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে হয়েছিল?

উঃ গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সিরিয়াকে কেন্দ্র করে সেলুকস যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে ভেঙ্গে পড়ে। পার্থিয়া (খোরাসান ও কাস্পিয়ান, সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল), ব্যাকট্রিয়া (বা বাহ্লীক-হিন্দুকুশ ও অক্সুনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) প্রদেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করার ফলে সিরিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

২। এশিয়ায় গ্রীক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রের নাম কি?

উঃ ব্যাকট্রিয়া এশিয়ায় গ্রীক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রের নাম ছিল।

৩। সিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যাকট্রিয় এবং পার্থিয়ান যা পহ্লব নেতার নাম কর?

উঃ সিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যাকট্রিয় এবং পার্থিয়ান বা পহ্লব নেতার নাম হল প্রথম ডিওডোটাস (Diodotus) ও অর্সকেস (Arsakes)।

৪। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে কোন্ কোন্ বিদেশীজাতি ভারত আক্রমণ করেছিল?

উঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল।

৫। কবে এবং কোন্ ব্যাকট্রিয় শাসনকর্তা সিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন?

উঃ খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা প্রথম ডিওডোটাস সিরিয়া সাম্রাজ্যের অধিপতি আন্টিয়োকাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

৬। ব্যাকট্রিয়ার রাজা তৃতীয় ইউথিডিমসের সঙ্গে সিরিয়ার কোন্ অধিপতির যুদ্ধ হয়?

উঃ ব্যাকট্রিয়ার রাজা তৃতীয় ইউথিডিসের সঙ্গে সিরিয়ার অধিপতি তৃতীয় আন্টিয়োকাস যুদ্ধে লিপ্ত হন। অবশেষে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য আন্টিয়োকাস ইউথিডিমসের সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুসারে আন্টিয়োকাস ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে ইউথিডিমসের পুত্র ডিমেট্রিয়াসের বিবাহ দেন।

৭। আন্টিয়োকাস কবে ভারত অভিযান করেন?

উঃ আন্টিয়োকাস খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে ভারত অভিযান করে কাবুল পর্যন্ত অগ্রসর হন।

৮। কাবুল উপত্যকায় আন্টিয়োকাস কোন্ ভারতীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন?

উঃ আন্টিয়োকাস সুভগসেন নামে এক ভারতীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

৯। গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের পর কে ভারতের অভ্যন্তরে গ্রীক অভিযান চালিয়েছিলেন?

উঃ গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের ডিমেট্রিয়াসই ভারতের অভ্যন্তরে গ্রীক অভিযান চালিয়েছিলেন।

১০। ডিমেট্রিয়াস ভারতের কোন্ অঞ্চল দখল করেছিলেন?

উঃ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ডিমেট্রিয়াস হিন্দুকুশ অতিক্রম করে পাঞ্জাব ও ভারতের এক বিরাট অংশ দখল করেছিলেন।

১১। অধিকৃত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব রাখার জন্য ডিমেট্রিয়াস কি করেছিলেন?

উঃ অধিকৃত অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব রাখার জন্য ডিমেট্রিয়াস কতগুলি শহর ও সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই শহর ও সেনানিবাস পরবর্তী গ্রীক অভিযানে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

১২। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী গ্রীকরা ভারতে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল?

উঃ পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী যবনরা (গ্রীক) অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, মথুরা ও পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

১৩। কোন্ গ্রীক সেনাপতি ব্যাকট্রিয়া দখল করেন?

উঃ ডিমেট্রিয়াস যখন ভারত অভিযানে ব্যস্ত তখন গ্রীক সেনাপতি ইউক্রেটাইডিস ব্যাকট্রিয়া দখল করেন।

১৪। ব্যাকট্রিয়া হারিয়ে ডিমেট্রিয়াস কোথায় রাজত্ব শুরু করেন?

উঃ ব্যাকট্রিয়া পুনরাধিকারে অসমর্থ হয়ে ডিমেট্রিয়াস সিন্ধু উপত্যকায় রাজত্ব করতে শুরু করেন। আধুনিক শিয়ালকোট ছিল তাঁর রাজধানী।

১৫। গ্রীকরাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম দ্বিভাষিক মুদ্রা কে প্রবর্তন করেন?

উঃ ডিমেট্রিয়াসই সর্বপ্রথম দ্বিভাষিক মুদ্রার প্রচলন করেন।

১৬। গ্রীকরাজাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নরপতি কে ছিলেন?

উঃ গ্রীকরাজাদের মধ্যে মিনান্দারই ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নরপতি।

১৭। কোন্ গ্রন্থে মিনান্দারকে রাজপরিবারভুক্ত বলা হয়েছে?

উঃ 'মিলিন্দ-পঞ্হো' নামক পালিগ্রন্থে মিনান্দারকে রাজপরিবারভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮। মিনান্দারের পুত্রের নাম কি?

উঃ মিনান্দারের পুত্রের নাম প্রথম স্ট্রাটো (Starto I)।

১৯। কিসের ভিত্তিতে জানা যায় মিনান্দার একাধিক রাজ্য জয় করেছিলেন?

উঃ বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে প্রাপ্ত মুদ্রার ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, মিনান্দার একাধিক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

২০। মিনান্দার কার নিকট পরাজিত হয়েছিলেন?

উঃ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মিনান্দার পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পৌত্র বসুমিত্রের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

২১। মিনান্দারের রাজধানী কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

উঃ আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব থেকে কাথিয়াবাড় পর্যন্ত মিনান্দারের রাজধানী বিস্তৃত ছিল।

Scanned by CamScanner

২২। মিনান্দার কোন্ ধর্মগ্রহণ করেছিলেন? তিনি কখন রাজত্ব করেন?

উঃ মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫-১৩০ অব্দের মধ্যে তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

২৩। ঐতিহাসিক র‍্যাপসন মিনান্দার সম্পর্কে কি বলেছেন?

উঃ ঐতিহাসিক র‍্যাপসনের মতে মিনান্দার বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক ছিলেন। র‍্যাপসনের ভাষায়, "বিজেতা অপেক্ষা দার্শনিক হিসেবেই মিনান্দার পুরুষের রাজা অশোকের ও বিদেশের রাজা কনিষ্কের মত অবিস্মৃত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

২৪। "মিলিন্দ-পঞ্‌হো"তে মিনান্দার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

উঃ "মিলিন্দ-পঞ্‌হো" অনুসারে "কূটনীতিজ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে মিনান্দার ছিলেন অদ্বিতীয়।"

২৫। গ্রীক-ব্যাকট্রিয়রা উত্তর-পশ্চিম ভারতে কতদিন পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল?

উঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-ব্যাকট্রিয়রা প্রায় দু'শত বছর রাজত্ব করেছিলেন।

২৬। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল কেন?

উঃ ইউথিডিমস ও ইউক্রেটাইডিস-এর বংশধরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে গ্রীক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

২৭। ইউক্রেটাইডিস কোন্ কোন্ অঞ্চল দখল করেন? তিনি কার দ্বারা কবে নিহত হন?

উঃ ইউক্রেটাইডিস কাবুল উপত্যকা, গান্ধার ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ দখল করেন। ইউক্রেটাইডিস সম্ভবত নিজপুত্র হেলিওকলস্ (Heleocles) কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫ অব্দে নিহত হন।

২৮। কার মৃত্যুর পর শকরা ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে?

উঃ হেলিওকলস্-এর মৃত্যুর পর শকরা ব্যাকট্রিয়া দখল করে।

২৯। ইউক্রেটাইডিস-এর বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?

উঃ ইউক্রেটাইডিস-এর বংশের শেষ রাজা ছিলেন হারমিওস।

৩০। হারমিওস-এর সময় কোন্ কোন্ বৈদেশিক শক্তি আক্রমণ করে?

উঃ হারমিওস-এর রাজ্যের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে শক, পহ্লব, ইয়ো-চি জাতি আক্রমণ করে।

৩১। হারমিওস কাদের কাছে পরাজিত হন?

উঃ হারমিওস পহ্লবদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

শকজাতি

১। কোন্ কোন্ গ্রন্থ ও প্রশস্তি থেকে শকদের ভারত আক্রমণের কথা জানা যায়?

উঃ 'রামায়ণ', 'মহাভারত', চৈনিক গ্রন্থাদি, 'মহাভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী ও সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি থেকে শকদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

২। শকদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

উঃ শক বা সিথিয়ান (Seythian) জাতির আদি বাসস্থান ছিল মধ্য-এশিয়ার সির-দরিয়া নদীর উত্তরাঞ্চলে।

৩। শকরা কেন তাদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল?

উঃ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মধ্য-এশিয়ার ইয়ো-চি নামে এক জাতির আক্রমণে শকরা তাদের আদিবাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৪। কোন্ পহ্লব রাজা পহ্লব রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন?

উঃ মিথ্রিডেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ১২৩-৮৮) নামে একজন রাজা শকদের পরাজিত করে পহ্লব রাষ্ট্রের শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধার করলে শকরা পহ্লবরাজ্য পরিত্যাগ করে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়ে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

৫। শকরাজারা কি নামে পরিচিত ছিল?

উঃ শকরাজারা 'ক্ষত্রপ' নামে পরিচিত ছিল।

৬। প্রথম শক রাজার নাম কি?

উঃ ভারতীয় শিলালিপিতে শকরাজাদের মধ্যে ময়েস বা মোগ (Moues or Moga) এর নামোল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তাঁর রাজ্য কাবুল উপত্যকা ও পূর্ব পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

৭। মোগ এর রাজা কে হল?

উঃ মোগ এর পর রাজা হল প্রথম অ্যাজেস (Azes I)। অনেকে মনে করেন আজেস ছিলেন মোগ-এর জামাতা। তিনি সম্ভবত পূর্ব পাঞ্জাব দখল করেছিলেন।

৮। কার সময়ে শকরাজ্য পহ্লবরাজ গন্ডোফারনিসের অধিকারে চলে যায়?

উঃ শকরাজা দ্বিতীয় আজেসের সময়ে পহ্লবরাজ গন্ডোফারনিস শক অধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করেন।

৯। 'ক্ষহরাত' নামে কারা পরিচিত ছিল? তাঁরা কোথায় রাজত্ব করতেন?

উঃ শকজাতির একটি শাখা 'ক্ষহরাত' নামে পরিচিত ছিল। নাসিককে রাজধানী করে এই ক্ষহরাতরা মালব, কাথিয়াবাড় ও মহারাষ্ট্রের এক অংশে রাজত্ব করতেন।

১০। লিপি ও মুদ্রাতে কোন দুজন শক-ক্ষত্রপ রাজার নাম কর।

উঃ লিপি ও মুদ্রাতে ভূমক (Bhumaka) ও নহপান (Nahapana) নামে দুজন শক-ক্ষত্রপের নাম পাওয়া যায়।

১১। পশ্চিম ভারতের প্রথম শক-ক্ষত্রপ রাজার নাম কি?

উঃ পশ্চিম ভারতের সর্বপ্রথম শক-ক্ষত্রপ রাজার নাম হল ভূমক।

১২। ক্ষহরাত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ কে ছিলেন?

উঃ ক্ষহরাত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ ছিলেন নহপান।

Scanned by CamScanner

১৩। কোন্ লিপি থেকে জানা যায় নহপান মহারাষ্ট্রের এক বিরাট অংশ জয় করেন?

উঃ নাসিকে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় নহপান সাতবাহনদের কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের বিরাট অংশ জয় করেন। সম্ভবত ১১৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্র নহপানের অধিকারে আসে।

১৪। নহপানের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

উঃ নহপানের জামাতা উষবদত্ত ছিলেন নহপানের প্রধান সেনাপতি।

১৫। নহপান কতদিন রাজত্ব করেন? তাঁকে কে পরাজিত করেন?

উঃ সম্ভবত নহপান ১১৯ থেকে ১২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানকে পরাজিত করে ক্ষহরাত-শক্তি ধ্বংস করেন।

১৬। চষ্টন কোথায় রাজত্ব করতেন?

উঃ উজ্জয়িনীতে চষ্টন রাজত্ব করতেন।

১৭। কার্দমক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

উঃ কার্দমক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদামন।

১৮। কোন্ শিলালিপি থেকে রুদ্রদামনের কথা জানা যায়?

উঃ জুনাগড় শিলালিপি থেকে রুদ্রদামনের কথা জানা যায়।

১৯। "মহাক্ষত্রপ" কার উপাধি ছিল? তাঁর রাজ্যসীমা উল্লেখ কর।

উঃ রুদ্রদামন 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করেন। জুনাগড় লিপি থেকে জানা যায় যে, মালব, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মারুবার, উত্তর কংকন ও সিন্ধু উপত্যকা রুদ্রদামনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০। রুদ্রদামন কোন্ সাতবাহন রাজাকে পরাজিত করেন?

উঃ রুদ্রদামন সাতবাহনরাজ পুলমায়ীকে পরাজিত করে মালব, সৌরাষ্ট্র ও কংকন দখল করেন।

২১। রুদ্রদামনের চরিত্র সম্পর্কে কি জান?

উঃ শক-ক্ষত্রপ রুদ্রদামন শুধু যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি সুশাসক, বিদ্বান ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, সংগীত, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। প্রজাহিতৈষী রাজা হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রচুর অর্থব্যয় করে তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলের সুদর্শন হ্রদের সংস্কার সাধন করেছিলেন। একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অকারণে তিনি প্রাণনাশ করতেন না। রুদ্রদামন মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে রাজ্য শাসন করতেন।

২২। শক সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

উঃ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং আভীর ও সাতবাহনদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রভৃতি কারণে শক সাম্রাজ্য দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে।

২৩। পশ্চিম ভারতে শক শাসনের কে উচ্ছেদসাধন করেন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম-ভারতে শক শাসনের উচ্ছেদসাধন করেন।

১১। কে স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন?

উঃ দ্বিতীয় কদফিসেস গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন।

১২। দ্বিতীয় কদফিসেস কি কি উপাধি গ্রহণ করেন? তিনি কোন্ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় মুদ্রা থেকে জানা যায় তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং 'মহেশ্বর' 'রাজাতিরাজা', 'সর্বলোকেশ্বর'—প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

১৩। দ্বিতীয় কদফিসেস কোন্ অঞ্চল জয় করেছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় কদফিসেস পাঞ্জাব এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার এক বিরাট অংশ জয় করেন।

১৪। বিম কদফিসেস ইতিহাসে কি নামে পরিচিত?

উঃ বিম কদফিসেস ইতিহাসে দ্বিতীয় কদফিসেস নামে পরিচিত ছিলেন।

১৫। দ্বিতীয় কদফিসেস কতদিন রাজত্ব করেছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় কদফিসেস সম্ভবত ৬৫-৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

১৬। দ্বিতীয় কদফিসেস-এর সময়ে ভারত থেকে রোমে কি কি পণ্য রপ্তানি হত?

উঃ দ্বিতীয় কদফিসেস-এর সময়ে ভারত থেকে রোমে সিল্ক, মশলা, মনি-মুক্তা রপ্তানি হত। এগুলির পরিবর্তে ভারতে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও স্বর্ণমুদ্রা আমদানি হত।

১৭। সম্প্রতি কোথায় কুষাণ স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার পাওয়া গেছে?

উঃ ভারতের বাইরে আবিসিনিয়ার ডব্রা দাম্মোতে সম্প্রতি কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা ভাণ্ডারের অস্তিত্বের কথা জানতে পারা গেছে। আবিসিনিয়ায় প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে দূরবর্তী দেশে ও কুষাণদের জনপ্রিয়তা ছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

১৮। কি থেকে প্রমাণিত হয় যে কনিষ্কের রাজত্বের শুরুতে একটি অব্দের সূচনা হয়েছিল?

উঃ কনিষ্ক ও তাঁর পরবর্তী শাসকদের বিভিন্ন লেখ থেকে তাঁদের রাজত্বের ধারাবাহিকতা বোঝা যায়। শাসকদের নাম ও তারিখগুলি হল নিম্নরূপ : প্রথম কনিষ্ক (১-২৩ বর্ষ), বাসিষ্ক (২০-২৮ বর্ষ), হুবিষ্ক (২৬-৬০ বর্ষ), দ্বিতীয় কনিষ্ক (৪১ বর্ষ), প্রথম বাসুদেব (৬৪ বা ৬৭-৯৮ বর্ষ)। কনিষ্কের সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে শাসকদের এই তারিখগুলি থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে কনিষ্কের রাজত্বকালের শুরুতে একটি অব্দের সূচনা ঘটেছিল।

১৯। জে. এফ. ফ্লিটের মতে কনিষ্ক-এর শাসন কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

উঃ জে. এফ. ফ্লিটের মতে কনিষ্কের শাসন শুরু হয়েছিল ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

২০। জন মার্শাল, স্টেনকোনো, ভিনসেন্ট স্মিথ, আর. ঘির্শম্যান-এর মতে কনিষ্ক কখন সিংহাসনে বসেন?

উঃ জন মার্শাল, স্টেনকোনো, ভিনসেন্ট স্মিথ, আর. ঘির্শম্যান প্রমুখ প্রথিতযশা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে কনিষ্ক খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে সিংহাসনে বসেছিলেন।

২১। জি. আর. ভাণ্ডারকার এবং আর. সি. মজুমদারের মতে কনিষ্ক কখন সিংহাসনে বসেন?

উঃ জি আর. ভাণ্ডারকার এবং আর. সি. মজুমদারের মতে কনিষ্ক খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে সিংহাসনে বসেছিলেন।

Scanned by CamScanner

২২। 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া (Political History of Ancient India) গ্রন্থটি কার রচনা?

উঃ 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া' গ্রন্থটি রচনা করেন আর. সি. মজুমদার।

২৩। "এ্যানসেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অব দ্য ডেকান'—কার লেখা?

উঃ 'এ্যানসেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অব দ্য ডেকান' গ্রন্থটি রচনা করেন অধ্যাপক জে. দুব্রেইল।

২৪। কাদের মতে কনিষ্ক খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে সিংহাসনে বসেন?

উঃ প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করে জে. ভোগেল, অধ্যাপক ওয়াডেল বিংশ শতকের প্রথমদিকে 'এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা' ও 'জার্নাল অব দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে কনিষ্কের শাসনের কথা বলেছিলেন।

২৫। কনিষ্ক কবে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উঃ এ.জে. ফার্গুসন, অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ, এইচ. সি. রায়চৌধুরী, এইচ. সি. ঘোষ, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডি. সি. সরকার, বি. এন. মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মতে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং তিনি একটি অব্দের প্রচলন করেছিলেন যা পরবর্তীকালে 'শকাব্দ' নামে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম-ভারতের শক-ক্ষত্রপরা কুষাণদের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে এই অব্দটি ব্যবহার করেন। সেই থেকে অব্দটি 'শকাব্দ' নামে পরিচিত হয়।

২৬। কনিষ্কের সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

উঃ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি নিয়ে কনিষ্কের সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। বাংলাদেশ ও বিহারে কনিষ্ক প্রবর্তিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। ভারতের বাইরে কাশগড়, খোটান, ইয়ারকন্দ কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৭। অশ্বঘোষ কে ছিলেন?

উঃ বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে পাটলিপুত্র অধিকারের সময় বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষ কনিষ্ক কর্তৃক ধৃত হয়ে কনিষ্কের রাজধানীতে আনীত হয়েছিলেন। অশ্বঘোষ কনিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

২৮। কনিষ্ক পাটলিপুত্র জয় করেছিলেন একথা কিভাবে জানা যায়?

উঃ চৈনিক ও তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে কনিষ্ক মগধ আক্রমণ করে পাটলিপুত্র দখল করেন।

২৯। কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?

উঃ হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, গান্ধার-কনিষ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার।

৩০। কনিষ্কের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

উঃ ভারতের বাইরে কনিষ্ক চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। চীন সম্রাট হো-তি-র রাজত্বকালে চিন সেনাপতি প্যান-চাও-এর নিকট কনিষ্ক পরাজিত হন। এর কিছুকাল পরে কনিষ্ক অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে চীন-সম্রাটের এক পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। হিউয়েন সাং-এর বিবরণীতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

পার্থিয়ান বা পহ্লব

১। পহ্লবরা কবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

উঃ আনুমানিক ২৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পহ্লবরা সিরিয়ার সম্রাটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২। পহ্লব জাতির নেতা কে ছিলেন?

উঃ পহ্লব জাতির নেতা ছিলেন আর্সকেশ।

৩। পহ্লব জাতির বাসভূমি কোথায় ছিল?

উঃ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পহ্লব বা পার্থিয়ান জাতির বাসভূমি ছিল।

৪। আর্সকেশ স্থাপিত বংশ কোথায় রাজত্ব করত?

উঃ আর্সকেশ স্থাপিত বংশ ২৪৮ থেকে ২২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্যে রাজত্ব করত।

৫। কার অধীনে পহ্লবরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে?

উঃ মিথ্রিডেটিস এর অধীনে পহ্লবরা শক্তিশালী হয়ে ইউক্রেটাইডিসের কাছ থেকে ব্যাকট্রিয়া দখল করে নেন।

৬। ভারতীয় পহ্লব রাজাদের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?

উঃ ভারতীয় পহ্লব রাজাদের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

৭। গণ্ডোফার্নিস সম্পর্কে জানার প্রধান তথ্য কি?

উঃ গণ্ডোফার্নিস সম্পর্কে জানার অন্যতম প্রধান তথ্য হল তাখত-ই-বাহি লেখ। পেশোয়ার জেলার মরদন থেকে আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই লেখটি পাওয়া গেছে। এছাড়া মুদ্রা থেকে তাঁর কথা জানা যায়।

৮। গণ্ডোফার্নিস কোন্ গ্রীক রাজাকে পরাজিত করেছিলেন?

উঃ কাবুল উপত্যকায় গণ্ডোফার্নিস গ্রীক রাজ হারমেওসকে পরাজিত করে উক্ত অঞ্চলে গ্রীক শাসনের বিলোপসাধন করেন।

৯। গণ্ডোফার্নিসের পর পহ্লব রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল কারা?

উঃ গণ্ডোফার্নিসের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, আফগানিস্তান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের পহ্লবরাজ্যগুলি কুষাণরা জয় করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য

১। কোন্ কোন্ উপাদানের সাহায্যে কুষাণ যুগ সম্পর্কে জানতে পারা যায়?

উঃ শিলালিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, বিদেশীয় ও দেশীয় সাহিত্য থেকে কুষাণযুগ সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

২। কুষাণদের সম্পর্কে জানার জন্য দুটি চৈনিক ও দুটি ভারতীয় সাহিত্যের উল্লেখ কর।

উঃ সু-ম-চিয়েন (Ssu-ma-chien) এর 'শি-কি' এবং প্যান-কু-র 'সিয়েন-হান-শু'। ভারতীয় বা দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' এবং কুমারলাতর 'কলপনামন্ডিটীকা'।

Scanned by CamScanner

৩। কুষাণদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

উঃ ভারতীয় কুষাণরা ইয়ো-চি নামক মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতির শাখা। ইয়ো-চিদের আদি বাসভূমি ছিল পশ্চিম চীনের কান-সু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইয়ো-চিরা হিউংনু (হুণ) নামে মধ্য এশিয়ার অপর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণে পিতৃভূমি ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় উ-সু (Wu-Sung) নামক বর্বর জাতি ইয়ো-চিদের আক্রমণ করলে ইয়ো-চিরা আরো দক্ষিণে চলে যায়। অতঃপর ইয়ো-চিদের সঙ্গে শকদের সংঘর্ষ হয়। শকরা পরাজিত হয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হলে ইয়ো-চিরা সিরদরিয়া অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। সিরদরিয়া অঞ্চলে উ-সু রা আবার ইয়ো-চিদের আক্রমণ করলে ইয়ো-চিরা সিরদরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করে অক্ষু উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

৪। অক্ষু উপত্যকায় বসবাসকালে ইয়ো-চি-দের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটে?

উঃ অক্ষু উপত্যকায় বসবাসকালে ইয়ো-চিদের জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত ইয়ো-চিরা যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গ্রহণ করে ও কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয়ত ইয়ো-চিদের সংহতি বিনষ্ট হয়। এরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৫। কুষাণদের পাঁচটি শাখার নাম কর।

উঃ কুষাণদের পাঁচটি শাখা হল—(১) হিউ-মি (Hieu-mi), (২) কুই-সাং (Kuei-Shaung), (৩) হি-থুম (Hi-thum), (৪) চুং-মো (Chung-mo) এবং (৫) কাও-পু (Kao-Pu)।

৬। কার নেতৃত্বে কুষাণরা প্রথম ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল?

উঃ খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে কুষাণ-নায়ক কুজুল-কদ্‌ফিসেস অন্যান্য শাখাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে 'ওয়াং' অর্থাৎ রাজা উপাধি গ্রহণে করলে ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচিত হয়।

৭। প্রথম কদফিসেস এর সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

উঃ প্রথম কদফিসেস এর সাম্রাজ্য পারস্যের সীমান্ত থেকে সিন্ধু অথবা ঝিলাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮। কোন্ কুষাণরাজা সর্বপ্রথম নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা ভারতে প্রচার করেন? তাঁর মুদ্রায় কার প্রভাব দেখা যায়?

উঃ প্রথম কদফিসেস সর্বপ্রথম নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা ভারতে প্রচার করেন। প্রথম কদফিসেস এর মুদ্রায় রোম সম্রাট অগস্টাসের মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়।

৯। প্রথম কদফিসেস কতদিন পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন? তিনি কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেন?

উঃ প্রথম কদফিসেস সম্ভবত ১৫ থেকে ৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রথম কদফিসেস সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

১০। কোন্ কোন্ সম্রাটের সময় থেকে চিন ও রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘনিষ্ঠ হয়?

উঃ প্রথম কদফিসেস এবং তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদফিসেসের সময় থেকে চিন ও রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

৩১। কণিষ্কের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

উঃ কণিষ্ক তাঁর রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার থেকে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর ভারতীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল 'মহাক্ষত্রপ', 'ক্ষত্রপন্নন' প্রভৃতি উপাধিধারী রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক শাসন করা হত এবং উত্তরাঞ্চল 'সেনাপতি', 'লালা' ও 'বস্পতি' প্রভৃতি উপাধিধারী ক্ষত্রপগণ কর্তৃক শাসিত হত।

৩২। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

উঃ কণিষ্কের রাজত্বকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের যে গৌরব চরম শিখরে উঠেছিল তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কণিষ্কের পরবর্তী কুষাণ রাজাদের দুর্বলতা, প্রাদেশিক কুষাণ শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা, পারস্যে সাসানীয় বংশের উত্থান এবং গুপ্ত সম্রাটদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রভৃতি কারণে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৩৩। কণিষ্কের পর কে সিংহাসনে বসেন?

উঃ কণিষ্কের পর বসিষ্ক সিংহাসনে বসেছিলেন।

৩৪। কোন্ কুষাণ শাসকের আমলে আঞ্চলিক কুষাণরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

উঃ প্রথম বাসুদেব সিংহাসনে আরোহণ করার পর বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মধ্যেই তাঁর রাজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলগুলি কুষাণ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বাসুদেবের রাজত্বকালেই আঞ্চলিক কুষাণ শাসকেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাসুদেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কুষাণ সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩৫। কত খ্রিস্টাব্দে পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে?

উঃ খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

৩৬। সাসানীয় রাজারা কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে কুষাণ শাসনের বিলোপ সাধন করেন?

উঃ সাসানীয় রাজারা ব্যাকট্রিয়া, আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে উক্ত অঞ্চলগুলিতে কুষাণ শাসনের বিলোপসাধন করেন।

৩৭। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কুষাণদের সঙ্গে কোন্ কোন্ শক্তির সংঘর্ষ হয়েছিল?

উঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কুষাণদের যথাক্রমে হুণ ও মুসলমান শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়।

৩৮। কবে কোথায় কোন্ বংশের দ্বারা কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে?

উঃ খ্রিস্টিয় নবম শতকের শেষার্ধে পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশ কর্তৃক কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

৩৯। কুষাণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিন্যাস সম্পর্কিত ধারণাগুলি কি?

উঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিন্যাস নিয়ে তিনটি ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথমত কুষাণ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংগঠন স্তর বিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দ্বিতীয়ত কুষাণ সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত ও আধিপত্যবাদী।

তৃতীয়ত কুষাণ প্রশাসন সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক দুই উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

Scanned by CamScanner

৪০। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুষাণ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বলেছেন?

উঃ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুষাণ শাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক শক্তিগুলির সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে কুষাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে তিন ধরনের স্তর বিন্যাস ছিল—কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল প্রত্যক্ষভাবে কুষাণ শাসকদের অধীনে, দ্বিতীয় ধরনের অঞ্চলগুলি কুষাণদের প্রতি অনুগত থাকলেও কিছুটা স্বশাসন ভোগ করত। তৃতীয় ধরনের ভূখণ্ড ছিল করদরাজ্য-পাটলিপুত্র সহ পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ড এই ধরনের রাজ্য ছিল।

৪১। কুষাণ শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি কি ছিল?

উঃ কুষাণ শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ক্ষত্রপশাসন।

৪২। কাদের কাছ থেকে কুষাণরা 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিগুলি গ্রহণ করেছিল?

উঃ 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিগুলি মূলত ছিল পারসিক এবং সেগুলি শকদের কাছ থেকে কুষাণরা সরাসরি গ্রহণ করেছিল।

৪৩। কুষাণ যুগে বিদেশী উপাধিধারী কর্মচারীর নাম কর।

উঃ কুষাণ যুগে বিদেশী উপাধিধারী কর্মচারীরা উচ্চপদে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন—স্ট্রেটেজস, মেরিজক প্রভৃতি। বিদেশী কর্মচারীদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে নিযুক্ত ছিলেন।

৪৪। কুষাণ রাজারা কি উপাধি ধারণ করতেন?

উঃ 'মহেশ্বর', 'দেবপুত্র' ইত্যাদি উপাধি ধারণ করতেন।

৪৫। কুষাণযুগে ভারতের অভ্যন্তরে নিযুক্ত কর্মচারীর নাম কর।

উঃ কুষাণযুগে ভারতীয় কর্মচারীরা ভারতের অভ্যন্তরে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন—'অমাত্য', 'মহাসেনাপতি' ইত্যাদি।

৪৬। এমন দুজন কুষাণ রাজার নাম কর যারা একই সময়ে রাজত্ব করতেন?

উঃ হুবিষ্ক ও দ্বিতীয় কণিষ্ক একই সময়ে রাজত্ব করতেন। এই দ্বৈত-শাসনরীতি সম্ভবত শকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

৪৭। কুষাণ সাম্রাজ্য কি কি ভাগে বিভক্ত ছিল?

উঃ কুষাণ সাম্রাজ্য—রাষ্ট্র, অহর, জনপদ, দেশ ও বিষয়-য়ে বিভক্ত ছিল।

৪৮। কুষাণরা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

উঃ কুষাণ নৃপতিরা প্রধানত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে কুষাণ নৃপতিরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হয়ে যায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুষাণ শাসকেরা উদারনীতি অনুসরণ করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

কলিঙ্গ

১। কোন্ যুগে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়?
উঃ মৌর্যযুগে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

২। কলিঙ্গে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করতো?
উঃ চেত বা চেদী বংশ রাজত্ব করত।

৩। কোন্ শিলালিপি থেকে কলিঙ্গরাজ খারবেলের কথা জানতে পারা যায়?
উঃ হাতীগুম্ফা-শিলালিপি থেকে কলিঙ্গ রাজ খারবেলের কথা জানতে পারা যায়।

৪। খারবেল কত বছর বয়সে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত হন এবং কত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন?
উঃ মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত হন এবং ৪০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৫। কোন্ কোন্ বিষয়ে খারবেল যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন?
উঃ খারবেল গণিত, আইন, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

৬। খারবেল কোন্ কোন্ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন?
উঃ খারবেল সাতবাহনদের রাজধানী বিধ্বস্ত করেন, বর্তমান বেরার অঞ্চলের অন্তর্গত 'রথিক' ও 'ভোজ'দের পরাজিত করেন। উত্তর ভারতে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে গয়ার কাছাকাছি অঞ্চল দখল করে রাজগৃহের রাজাকে পরাজিত করেন, অঙ্গ ও মগধের রাজাদের এবং পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করে কলিঙ্গের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

৭। হাতীগুম্ফা লিপির প্রাপ্তি স্থান কোথায়? এই শিলালিপিতে কাকে "শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারক ও ধর্ম রাজা" বলে অভিহিত করা হয়েছে?
উঃ উদয়গিরি পর্বতে হাতিগুম্ফা লিপি পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে কলিঙ্গ রাজ খারবেলকে "শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারক ও ধর্মরাজা" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৮। কোন্ বৌদ্ধ গ্রন্থে চেদিদের উল্লেখ পাওয়া যায়?
উঃ বৌদ্ধগ্রন্থ "অঙ্গুত্তর নিকায়" প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম চেদীদের কথা জানতে পারা যায়।

৯। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চেদি কোথায় অবস্থিত ছিল?
উঃ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে চেদিদের অবস্থান ছিল বর্তমান বুন্দেলখণ্ড এলাকায়।

১০। প্রাচীনকালে কলিঙ্গ বলতে বর্তমানের কোন্ অঞ্চলকে বোঝাত?
উঃ প্রাচীনকালে কলিঙ্গ বলতে বর্তমানের উড়িষ্যা অঞ্চলকে বোঝাত।

১১। কলিঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উঃ কলিঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খুব সম্ভবত মহা-মেঘবাহন।

সাতবাহন সাম্রাজ্য

১। সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উঃ নানঘাট শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সিমুক ছিলেন সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

২। কাদের পরাজিত করে সিমুক সাতবাহন বংশ স্থাপন করেন?
উঃ শুঙ্গ এবং কাণ্ব শাসনের অবসান ঘটিয়ে সিমুক সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। কোন্ কোন্ উপাদান থেকে সাতবাহন বংশের ইতিহাস জানা যায়?
উঃ 'নানাঘাট শিলালিপি', 'নাসিক-প্রশস্তি', মুদ্রা, গুণাঢ্য-রচিত 'বৃহৎ-কথা' অশোকের অনুশাসন লিপি, বৈদিক সাহিত্য ও মেগাস্থিনিসের বিবরণ ইত্যাদি থেকে সাতবাহন বংশের ইতিহাস জানা যায়।

৪। 'পুরাণে' সাতবাহনদের কি বলা হয়েছে?
উঃ 'পুরাণে' সাতবাহনদের অন্ধ্র বলা হয়েছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল অন্ধ্রদের বাসভূমি।

৫। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে সাতবাহনদের বংশ পরিচয় কি?
উঃ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সাতবাহনদের অন্ধ্র-বংশসম্ভূত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে সম্ভবত সাতবাহনরা ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এদের মধ্যে অনার্যদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সাতবাহনদের আধিপত্য যখন কৃষ্ণানদীর মোহনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে সেই সময় থেকেই সাতবাহনরা 'অন্ধ্র' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

৬। সাতবাহনদের উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মতবাদ কোন্‌টি?
উঃ 'বায়ুপুরাণ' অনুসারে সাতবাহন রাজত্বকাল তিনশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। সুতরাং কাণ্ব বংশের পরে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়েছিল—এই মতবাদই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

৭। সাতবাহন সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? তাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্য ব্যতীত মগধ ও মধ্যভারতের কিয়দংশ সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণানদীর তীরে ধান্যকূট ছিল সাতবাহনদের রাজধানী।

৮। সিমুকের পর সাতবাহন বংশের রাজা কে হয়েছিলেন?
উঃ সিমুকের পর তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হয়েছিলেন।

৯। নায়নিকা কে ছিলেন?
উঃ নায়নিকা ছিলেন সাতকর্ণীর মহিষী। নায়নিকার রচিত নানঘাট শিলালিপি থেকে সাতকর্ণীর রাজত্বকাল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner

১০। সাতকর্ণী কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেছিলেন?

উঃ সাতকর্ণী পশ্চিম মালব, নর্মদা উপত্যকা ও বিদর্ভ জয় করেছিলেন। পশ্চিম মালব জয়ের পর সাতকর্ণী দুটি অশ্বমেধ ও একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

১১। সাতকর্ণী কোন্ রাজার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন?

উঃ হাতীগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায় যে, সাতকর্ণী কলিঙ্গরাজ খারবেলের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

১২। সাতকর্ণীর রাজধানী কোথায় ছিল?

উঃ সাতকর্ণীর রাজধানী ছিল বর্তমান পৈথান।

১৩। সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর কোন্ কোন্ বিদেশী শক্তি সাতবাহন রাজ্য আক্রমণ করে?

উঃ সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী নায়নিকা বেদশ্রী ও শক্তিশ্রী নামক নাবালক পুত্রদ্বয়ের অভিভাবিকা রূপে কিছুদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সময় শক, পহ্লব ও কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গে সাতবাহনদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়।

১৪। কবে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সিংহাসনে বসেছিলেন? তিনি কতদিন রাজত্ব করেন?

উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ১০৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। ১৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

১৫। কে কবে নাসিক-প্রশস্তি রচনা করেন?

উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর তাঁর মাতা নাসিক প্রশস্তি রচনা করেন।

১৬। কোন্ কোন্ সূত্র থেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর পরিচয় পাওয়া যায়?

উঃ নাসিক প্রশস্তি, হিউয়েন সাং এর বিবরণী, জোগালথেম্বিতে প্রাপ্ত মুদ্রা ইত্যাদি থেকে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭। শক-সাতবাহন সংঘাতের কারণ কি ছিল?

উঃ পশ্চিম ভারতের উপকূল সংলগ্ন বন্দরগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্ব শক-সাতবাহন সংঘাতের পিছনে একটা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

১৮। মালবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি ছিল?

উঃ সাতবাহন বা শক শক্তি উভয়েই মালবকে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল। কারণ 'আকর' বা পূর্ব মালবে হীরার খনি ছিল। সম্ভবত পূর্ব মালবের হীরক খনির ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য উভয় শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

১৯। সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকের নাম কি?

উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

২০। কোন্ সাতবাহন রাজা নিজেকে 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' বলে অভিহিত করেছেন?

উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নিজেকে 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' বলে অভিহিত করেছেন।

২১। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কোন্ শক রাজাকে পরাজিত করেছিলেন? তিনি কোন্ শক রাজার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন?

উঃ 'ক্ষহরত' নামে শকদের অন্যতম শাখার শাসক নহপানকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী পরাস্ত করেছিলেন। সম্ভবত গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শকদের 'কর্দমক' শাখার প্রতিষ্ঠাতা চস্টনের পৌত্র রুদ্রদামনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন (১৩০ খ্রিস্টাব্দে)। টলেমির গ্রন্থ ও জুনাগড় শিলালিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

২২। নাসিক প্রশস্তিতে উল্লেখিত সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির নাম কর।

উঃ নাসিক প্রশস্তিতে উল্লেখিত সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি হল—আসিক বা ঋষিক (সম্ভবত গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল), অসক (গোদাবরী জেলায় পূর্বতন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত), মুলক (সাতবাহনদের রাজধানী পৈথানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল), সুরথ (দক্ষিণ কাথিয়াবাড়), কুকুর (পশ্চিম রাজস্থান) অপরান্ত (উত্তর কোঙ্কন), অনুপ (নর্মদা উপত্যকার মাহিষমতী অঞ্চল), বিদর্ভ (বৃহত্তম বেরার) এবং আকর-অবন্তী (পূর্ব ও পশ্চিম মালব)। এছাড়া বিন্ধ্য, চবত (সাতপুরা), পারিমাত্র (পশ্চিম বিন্ধ্য পর্বতমালা) সহ্য (নীলগিরির উত্তরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা), মালয় (নীলগিরির নীচে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) এবং মহেন্দ্র (পূর্বঘাট পর্বতমালা) এই বিস্তৃত অংশের অধিপতি ছিলেন গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী।

২৩। সমাজ সংস্কারক হিসেবে সাতকর্ণীর কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

উঃ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী শুধুমাত্র সুযোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি সমাজসংস্কারক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি সমস্ত বর্ণের স্বার্থরক্ষা করলেও বর্ণ-সংমিশ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। নাসিক প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্প চূর্ণ করে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজা কল্যাণকামী শাসক।

২৪। "বর-বরণ-বিক্রমচারু-বিক্রম" উপাধি কে ধারণ করেছিলেন?

উঃ "বর-বরণ-বিক্রমচারু-বিক্রম" উপাধি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ধারণ করেছিলেন।

২৫। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে বসেছিলেন?

উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী সিংহাসনে বসেছিলেন।

২৬। কোন্ সাতবাহন রাজা প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্য বিস্তার করেন?

উঃ বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী সর্বপ্রথম অন্ধ্রদেশে রাজ্যবিস্তার করেন।

২৭। বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর রাজধানী কোথায় ছিল?

উঃ টলেমির গ্রন্থ থেকে জানা যায় পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান নগরী ছিল পুলমায়ীর রাজধানী।

২৮। পুলমায়ীর রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

উঃ অমরাবতীতে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কৃষ্ণানদীর মোহনা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ছিল।

২৯। সাতবাহন বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?

উঃ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ছিলেন সাতবাহন বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা।

Scanned by CamScanner

৩০। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী কত দিন রাজত্ব করেছিলেন?

উঃ সম্ভবত যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ১৭৫-১৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

৩১। কোন্ সাতবাহন রাজার নৌশক্তি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল?

উঃ মুদ্রা থেকে মনে হয় যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর আমলে সাতবাহনদের নৌশক্তি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

৩২। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রদেশ কোন্ সাতবাহন রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল?

উঃ মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রদেশ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর রাজ্যভুক্ত ছিল।

৩৩। কোন্ সময় থেকে সাতবাহন বংশের পতন শুরু হয়?

উঃ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর মৃত্যুর পরই সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

৩৪। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে ঘটেছিল?

উঃ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর চার অথবা তিনজন উত্তরাধিকারী খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এইসময় কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার ফলে সামন্তরাজ্যগুলি স্বাধীন হয়ে পড়ে। আভিরেরা মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ইক্ষ্বাকুরা অন্ধ্রদেশ দখল করে এবং সর্বোপরি পল্লব বা তর্কটকদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

৩৫। গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর সঙ্গে শকরাজা (ক্ষহরাত বংশীয়) রুদ্রদামনের সংঘর্ষের ফলাফল লেখ।

উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শকরাজা রুদ্রদামনের কাছে পরাজিত হন। রুদ্রদামন তাঁর কাছ থেকে আকর, সুরাষ্ট্র, অবন্তী, অপরান্ত প্রভৃতি স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। শকদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের থেকে সাতবাহন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গৌতমী পুত্র তাঁর পুত্র বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর সঙ্গে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দেন। এই বৈবাহিক মিত্রতা গৌতমীপুত্রের কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বহুলাবাহুল্য এই মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

৩৬। রুদ্রদামন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে কতবার পরাজিত করেছিলেন?

উঃ জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় শকরাজা রুদ্রদামন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে দুবার পরাজিত করেছিলেন।

৩৭। জুনাগড় শিলালিপিতে রুদ্রদামন কাকে "দক্ষিণাধিপতি" বলে বর্ণনা করেছেন?

উঃ জুনাগড় শিলালিপিতে রুদ্রদামন গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীকে "দক্ষিণাধিপতি" বলে বর্ণনা করেছেন।

৩৮। রাজনৈতিক দিক থেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর অবদান কি ছিল?

উঃ রাজনৈতিক দিক থেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর অবদান ছিল দু-ধরনের—একদিকে বৈদেশিক শক্তিকে প্রতিহত করে নিরাপত্তা বিধান, অন্যদিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিকে প্রতিহত করে সাতবাহন সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ।

৩৯। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর শিলালেখগুলি কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে?

উঃ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর শিলালেখগুলি নাসিক, কানহেরি ও অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় চিন্ন-গঞ্জামে পাওয়া গেছে।

৪০। কিসের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী শকদের পরাজিত করেছিলেন?

উঃ উজ্জয়িনী ও পশ্চিমভারতের শকদের মুদ্রার অনুকরণে যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী যে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি শকদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

৪১। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর সঙ্গে শকদের বিরুদ্ধে সাফল্যের কারণ কি?

উঃ শকরাজা রুদ্রদামনের পরবর্তীকালে জীবদামন ও প্রথম রুদ্রসিংহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর সাফল্যকে অংশত সাহায্য করেছিল।

৪২. যজ্ঞশ্রী পর সাতবাহন রাজাদের নাম কর।

উঃ যজ্ঞশ্রীর পর বিজয় সাতবাহন, বিজয় সাতবাহনের পর চন্দ্রশ্রী সাতকর্ণী এবং চন্দ্রশ্রীর পরে পুলোমা বা পুলুমায়ী নামে তিনজন সাতবাহন রাজার নাম পাওয়া যায়।

৪৩। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন্ কোন্ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল?

উঃ সাতবাহন সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে আভীরগণ, অন্ধ্র অঞ্চলে ইক্ষ্বাকুগণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে চুটুগণ এবং দক্ষিণ পূর্বে পল্লবগণ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

৪৪। দক্ষিণ ভারতের প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির উত্থান কাদের নেতৃত্বে ঘটেছিল?

উঃ দক্ষিণ ভারতে প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির উত্থান সাতবাহনদের নেতৃত্বে ঘটেছিল।

৪৫। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের বৃহত্তর দুটি রাজনৈতিক দলের নাম কর।

উঃ মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের বৃহত্তর দুটি রাজনৈতিক দল হ'ল—কুষাণ ও সাতবাহন।

৪৬। কুষাণ সাম্রাজ্যের পরিধি বর্ণনা কর।

উঃ কুষাণ সাম্রাজ্য ছিল মূলত একটি মধ্য এশিয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বাইরে প্রায় সমগ্র পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অধিকাংশ, বর্তমান সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার প্রধান প্রধান কয়েকটি অঞ্চল ও ভারতের অভ্যন্তরস্থ এক বিশাল এলাকা, বিশেষ করে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৭। সাতবাহন রাজ্যের পরিধি কতদূর বিস্তৃত ছিল?

উঃ দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত অঞ্চল অর্থাৎ সমগ্র মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের অধিকাংশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকাংশে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Scanned by CamScanner

১। কুষাণ সাম্রাজ্যের পর উত্তর ভারতে কোন্ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল?

উঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের শতাধিককাল পরে সমগ্র উত্তর ভারতের এক বৃহত্তর এলাকা জুড়ে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা গুপ্ত সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

২। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার জন্য কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়?

উঃ পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, কমন্দক-নীতিসার, নাটক, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী, অনুশাসনলিপি, মুদ্রা প্রভৃতি উপাদান গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩। গুপ্তদের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য কোন্ কোন্ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ?

উঃ পুরাণের সংখ্যা মোট ১৮টি। এর মধ্যে 'বায়ু পুরাণ', 'ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ', 'মৎস্য-পুরাণ', 'বিষ্ণু-পুরাণ' এবং ভাগবত পুরাণ উল্লেখযোগ্য।

৪। অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্রগুলি কোন্ যুগে রচিত হয়েছিল?

উঃ অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্রগুলি গুপ্তযুগে রচিত হয়েছিল।

৫। কমন্দক-নীতিসার কার রচনা?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী শিখর কমন্দক-নীতিসার রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

৬। গুপ্তযুগে রচিত কয়েকটি নাটকের নাম কর।

উঃ 'কৌমুদি-মহোৎসব', 'নাট্যদর্পণ', 'মুদ্রারাক্ষস' ইত্যাদি নাটক গুপ্ত যুগে রচিত হয়েছিল।

৭। কোন্ বৈদেশিক পর্যটক গুপ্তযুগে ভারতে এসেছিলেন?

উঃ ফা-হিয়েন নামক চৈনিক পরিব্রাজক গুপ্ত যুগে ভারতে এসেছিলেন।

৮। গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ অনুশাসনগুলির নাম কর।

উঃ 'এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি', 'উদয়গিরির-গুহালিপি', 'মথুরার-শিলালিপি', 'সাঁচীর-শিলালিপি', ভিতরী-স্তম্ভলিপি' ইত্যাদি অনুশাসনগুলি গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

৯। 'অন্ধকার যুগ' বা **dark age** বলতে কি বোঝ?

উঃ কুষাণদের পতন ও অন্ধ্রবংশের বিলুপ্তির সময় থেকে গুপ্তবংশের উত্থান এই অন্তর্বর্তী কালকে ঐতিহাসিক স্মিথ ভারতের ইতিহাসের এক 'অন্ধকার যুগ' বা **Dark age** বলে অভিহিত করেছেন।

১০। গুপ্তবংশের উত্থানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নাম কর।

উঃ রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে নাগ, অহিচ্ছত্র, অযোধ্যা, কোশাম্বী, বাকাটক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল।

প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে অর্জুনায়ন, মালব, কুনিন্দ, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জুন, সনকানিক, কাক, খরপারিক।

১১। সুদূর দক্ষিণের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তির উল্লেখ কর।

উঃ চের, চোল ও পাণ্ড্য সুদূর দক্ষিণের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি।

১২। নাগরাজতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উঃ পুরাণ থেকে জানা যায় বিদিশা, কান্তিপুরা, মথুরা, পদ্মাবতী নাগরাজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। লিপি থেকে জানা যায় যে নাগরাজ প্রথম বৃহস্পতি ছিলেন মহারাজ ভবনাগ। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভবনাগ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। রুদ্রসেনের পৌত্র ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। নাগবংশের সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধের কথা 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি' থেকে জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত নাগবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

১৩। অহিচ্ছত্র সম্পর্কে কি জান?

উঃ আনুমানিক প্রথম তিন খ্রিস্টীয় শতকে অহিচ্ছত্ররা রাজত্ব করতেন। অহিচ্ছত্র রাজাদের মধ্যে ভদ্রঘোষ, সূর্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, ফাল্গুনী মিত্র অহিচ্ছত্র রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। মুদ্রা থেকে অহিচ্ছত্র রাজাদের কথা জানতে পারা যায়।

১৪। অযোধ্যারাজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপ লেখ।

উঃ মুদ্রা থেকে অযোধ্যার রাজাদের সম্পর্কে জানা যায়। ধনদেব ও বিশাখদেব প্রমুখ রাজার কথা জানা যায়। সম্ভবত ধনদেব ছিলেন কোশলের রাজা। অনেকে মনে করেন যে, ধনদেব পুষ্যমিত্রের বংশধর ছিলেন।

১৫। কোশাম্বী রাজ্য সম্পর্কে কি জান?

উঃ বর্তমান এলাহাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোশাম এলাকায় অবস্থিত ছিল কোশাম্বী রাজ্য। মুদ্রাগত তথ্য থেকে এই রাজ্যটির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এলাহাবাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে গিঞ্জা লেখের থেকে জানা যায় যে ভীমসেন নামে একজন ব্যক্তি ঐ সময় কোশাম্বীতে 'মেঘ' নামে একটি রাজবংশের প্রবর্তন ঘটান। মুদ্রা থেকে প্রাপ্ত শিবমঘ, শতমঘ, বিজয়মঘ, পূর্ণমঘ ও যুগমঘ প্রমুখ শক রাজার নাম পাওয়া যায়। কোশাম্বীর শেষ স্বাধীন শাসক হলেন রুদ্র।

□ বারাণসী ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অশ্বঘোষ নামে একজন শাসকের নাম পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত অশ্বঘোষের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে এখানে অশ্বঘোষ ও তাঁর পরবর্তী শাসকেরা কিছুকাল শাসন করেছিলেন।

১৬। বকাটক-রাজ্য সম্পর্কে যা জান লেখ।

উঃ বকাটক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্যশক্তি। তাঁর পুত্র প্রবর সেন ছিলেন ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা। 'সম্রাট' উপাধিধারী প্রবর সেন নর্মদানদী পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

প্রবরসেনের পর প্রথম রুদ্রসেন সিংহাসনে বসেন। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে প্রথম রুদ্রসেন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন।

১৭। অর্জুনায়ন-রাজ্য সম্পর্কে কি জান?

উঃ ভরতপুর ও আলওয়ার নিয়ে গঠিত অর্জুনায়ন প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যটি শক্তিশালী হলেও শেষ পর্যন্ত গুপ্ত রাজাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে।

১৮। মালব রাজ্য সম্পর্কে কি জান?

উঃ পাঞ্জাবের মধ্যে অবস্থিত মালব রাজারা ছিলেন আলেকজান্ডারের সমসাময়িক। জয়পুরের কাছে কর্কোটনগর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। প্রথমে স্বাধীন হলেও পরে মালবরা গুপ্তরাজাদের প্রভুত্ব স্বীকার করে।

১৯। কুণিন্দ ও কুলুত রাজ্য সম্পর্কে কি জান?

উঃ মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, যমুনা ও শতদ্রুর মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল কুণিন্দ রাজ্যটি। অমোঘভূতি ছিলেন কুণিন্দ রাজ্যের শাসকদের মধ্যে একজন।

কুলুত রাজ্য— কাংড়া উপত্যকায় কুলুতরা বসবাস করত। মুদ্রা থেকে বীরযশা ও অমুক-এর নাম পাওয়া যায়। কুলুতরা গুপ্তসম্রাটগণ কর্তৃক বিজিত হয়।

২০। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং গুপ্তদের উৎপত্তি সম্পর্কে কি বলেছিলেন?

উঃ চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। ইৎসিং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর ভারত পরিভ্রমণের পাঁচশ বছর আগে মহারাজা শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা চৈনিক ধর্মযাজকদের জন্য নালন্দার ২৪০ মাইল পূর্বদিকে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ইৎসিং-এর বর্ণনা অনুযায়ী মহারাজা শ্রীগুপ্ত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করতেন বলে মনে হয়।

২১। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত।

২২। শ্রীগুপ্তের পুত্রের নাম কি?

উঃ ঘটোৎকচ গুপ্ত।

২৩। গুপ্ত বংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা কে ছিলেন?

উঃ গুপ্ত বংশের প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

২৪। গুপ্তরাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি কে গ্রহণ করেন?

উঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তরাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

২৫। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন?

উঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০–৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

২৬। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় গুপ্তরাজ্যের পরিধি বর্ণনা কর।

উঃ প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সাকেত (অযোধ্যা) ও মগধ (দক্ষিণ বিহার) প্রভৃতি অঞ্চল গুপ্তরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশের কিয়দংশে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

২৭। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কাকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে যান?

উঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

২৮। সমুদ্রগুপ্ত কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উঃ সমুদ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩২০ খ্রিস্টাব্দের বেশ কিছু পরেই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন।

২৯। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' কে রচনা করেছিলেন?

উঃ 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' রচনা করেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ।

৩০। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কার কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে? এটি কোন্ ভাষায় রচিত?

উঃ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিকাহিনী বর্ণিত আছে। তেত্রিশ লাইনের এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিকাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিটি সংস্কৃতভাষায় রচিত।

৩১। "ভারতের নেপোলিয়ান" কে কাকে বলেছেন?

উঃ ভিনসেন্ট স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে "ভারতের নেপোলিয়ান" আখ্যা দিয়েছেন।

৩২। উত্তর ভারতের কোন্ নয়জন রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন?

উঃ রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মন, গণপতিনাগ, অচ্যুত, নাগসেন, নন্দীন, বলবর্মণ প্রমুখ নয়জন রাজাকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন।

৩৩। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের কোন্ কোন্ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন?

উঃ কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কৌরলের মন্তরাজ, কোট্টরের স্বামীদত্ত, এরণ্ডের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অভমুক্তার নীলরাজ, কুস্থলাপুরের ধনঞ্জয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩৪। দক্ষিণ ভারতের পরাজিত রাজ্যগুলি সম্পর্কে সমুদ্রগুপ্ত কী নীতি গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ দক্ষিণ ভারতের রাজাদের পরাজিত করলেও সমুদ্রগুপ্ত বিজিত রাজ্যগুলিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত না করে বিজিত রাজন্যবর্গের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবত সুদূর পাটুলিপুত্র থেকে দক্ষিণ ভারতের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নয় উপলব্ধি করে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

৩৫। সমুদ্রগুপ্তের সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে কোন্ কোন্ রাজ্য তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন?

উঃ সমুদ্রগুপ্তের সামরিক শক্তিতে ভীত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের সমতট, কামরূপ, নেপাল, মালব, অর্জুনায়ন, আভীর প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিরা তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে কর প্রদানে সম্মত হন। এমন কি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও গুজরাটের শকরাজারাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

৩৬। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক নেপালের রাজার নাম কি?

উঃ সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক নেপাল-রাজ ছিলেন প্রথম জয়দেব।

৩৭। কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে মালব গঠিত ছিল?

উঃ আগ্রা ও মথুরার পশ্চিমে অবস্থিত মালব রাজ্যটি সম্ভবত মেবার, টোঙ্ক ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল।

Scanned by CamScanner

৩৮। আভীর রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত?

উঃ আভীর রাজ্যটি ঝাঁসী ও ভিলসার মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত।

৩৯। সমতট রাজ্য কোথায় অবস্থিত?

উঃ সমতট রাজ্যটি কামরূপের দক্ষিণে, কর্ণসুবর্ণের (আধুনিক মুর্শিদাবাদ) এবং তাম্রলিপ্তির (আধুনিক মেদিনীপুর জেলা) পূর্বে অবস্থিত ছিল।

৪০। বর্তমানের কোন্ রাজ্য নিয়ে কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল? এখানকার রাজা ছিলেন কে?

উঃ বর্তমানের আসাম নিয়ে কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল। এখানকার রাজা ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক পুষ্যবর্মণ, মতান্তরে সমুদ্রবর্মন।

৪১। নেপাল রাজ্যটি কোন্ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল? এখানকার রাজার নাম কি ছিল?

উঃ নেপাল রাজ্যটি গন্ডক ও কুশি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। নেপালের রাজা ছিলেন প্রথম জয়দেব।

৪২। আটবিক রাজ্যগুলি কোথায় অবস্থিত ছিল?

উঃ আটবিক রাজ্যগুলি মধ্যপ্রদেশের অরণ্যময় অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত ছিল।

৪৩। সিংহলের কোন্ রাজা বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্রগুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন?

উঃ সিংহলের রাজা শ্রীমেঘ বর্মন বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘরাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমুদ্রগুপ্তের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

৪৪। ভারতের বাইরে কোথায় কোথায় সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন?

উঃ ভারতের বাইরে সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, যেমন—মালয়, উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও সবদ্বীপ প্রভৃতি হিন্দু উপনিবেশগুলির ওপর সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। এর আগে বা পরে ভারতের কোন হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি এই সমস্ত উপনিবেশ-গুলির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেননি।

৪৫। এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

উঃ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ কর্তৃক রচিত 'এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি' বা 'হরিষেণ প্রশস্তি' ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে কবি হরিষেণের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রশস্তির কতকাংশ পদ্যে রচিত। এই প্রশস্তি থেকে সমুদ্রগুপ্তের শিক্ষা, বিদ্যোৎসাহিতা, রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসন ও সমকালীন ভারতের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

৪৬। কিসের ভিত্তিতে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন?

উঃ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা থেকে জানা যায় যে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

৪৭। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমার বর্ণনা কর।

উঃ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, কাশ্মীর, পশ্চিম-পাঞ্জাব, পশ্চিম-রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাট ভিন্ন প্রায় সমগ্র উত্তরভারত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

৪৮। প্রাচীন ভারতের কোন্ রাজা 'গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহ' নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং কেন?

উঃ 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' থেকে জানা যায় যে, গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত 'গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহ' নীতি গ্রহণ করেছিলেন। 'গ্রহণ' এর মাধ্যমে শত্রুকে বলপূর্বক বন্দি, 'মোক্ষ' অর্থাৎ বন্দিকে মুক্তিদান এবং 'অনুগ্রহ' বলতে পরাজিত শত্রুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া। সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের পরাজিত রাজাদের প্রতি এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে প্রত্যক্ষ শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৪৯। সমুদ্রগুপ্ত কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

উঃ সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকার বসুবন্ধু ছিলেন তাঁর মন্ত্রী।

৫০। সমুদ্রগুপ্ত 'বিক্রমাংক' বা 'বিক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন কেন?

উঃ সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতের ৫টি রাজ্য এবং পশ্চিমভারতের নয়টি রাজ্য দিয়ে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের রক্ষাব্যূহ রচনা করেছিলেন। তিনি একটি সবল কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করে ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি 'বিক্রমাংক' বা 'বিক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

৫১। সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দাও।

উঃ সমুদ্রগুপ্ত রাজ্য বিজেতা ও সুদক্ষ শাসক হিসেবেই নয়, তিনি ছিলেন একাধারে বিদ্যোৎসাহী, সুকবি, সংগীতজ্ঞ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শাস্ত্রতত্ত্বে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁকে 'কবিরাজ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুদ্রায় প্রাপ্ত বীণাবাদনরত মূর্তি থেকে তাঁর সংগীত প্রতিভার কথা জানা যায়।

৫২। সমুদ্রগুপ্তকে "প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগের অগ্রদূত" বলে কে কেন অভিহিত করেছেন?

উঃ গোখেল সমুদ্রগুপ্তকে "প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগের অগ্রদূত" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, অশোক ধর্মপ্রচার করে যেমন অমরত্ব লাভ করেছেন, তেমনি সুদক্ষ শাসন প্রবর্তন করার জন্য সমুদ্রগুপ্ত অমরত্ব দাবি করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জনকল্যাণমুখী উন্নত শাসনব্যবস্থাই ভারতের সুবর্ণযুগের ভিত্তি স্থাপন করেন। এইজন্য গোখেল সমুদ্রগুপ্তকে "প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগের অগ্রদূত" বলে অভিহিত করেছেন।

৫৩। সমুদ্রগুপ্তের মাতার নাম কি ছিল?

উঃ সমুদ্রগুপ্তের মাতার নাম ছিল কুমারদেবী। কুমারদেবী লিচ্ছবি রাজকন্যা ছিলেন। কালক্রমে লিচ্ছবি রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

Scanned by CamScanner

৫৪। সমুদ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে কে বসেন?

উঃ সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

৫৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম ছিল দত্তা অথবা দত্তা-দেবী। তাঁর দুই রাণী, দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁর রাণীদের নাম ছিল ধ্রুবদেবী ও কুবের নাগ। তাঁর দুই পুত্রের নাম ছিল কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত এবং কন্যার নাম ছিল প্রভাবতী গুপ্ত।

৫৬। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজের সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মধ্যভারতের পরাক্রান্ত নাগ বংশের রাজকন্যা কুবের নাগকে বিবাহ করেন এবং নিজ কন্যা প্রভাবতীকে বিদর্ভের বাকাটক-রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন। রুদ্রসেনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শকদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যবিস্তারের বৈবাহিক সম্পর্কের বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা ছিল।

৫৭। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে শক শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব হল পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র অধিকার করে আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার। তিনি প্রথমে সৌরাষ্ট্রের শকরাজা তৃতীয় রুদ্রসেনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। সেই সময় শকরাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে এক শক-কর্মচারী প্রীধর বর্মন মালব নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে শক রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কয়েক বছর যুদ্ধ চলবার পর পশ্চিম-ভারতের শেষ শক রাজ তৃতীয় রুদ্রসেনকে পরাজিত ও নিহত করে শক রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে ভারতের শেষ শক বংশের অবসান ঘটে।

৫৮। কোন্ উপাদান থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করেন?

উঃ দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে মেহরাউলি গ্রামে প্রাপ্ত একটি লৌহ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র নামে এক রাজা "বঙ্গের নৃপতিবর্গের এক সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করে বাহ্লিক দেশ জয় করেন।" ঐতিহাসিকদের মতে স্তম্ভে উল্লেখিত রাজা চন্দ্র ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি এবং সেই যুগে তিনি ছাড়া আর কোন রাজাই পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে এতগুলি রাজ্য জয় করেন নি। সম্ভবত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সামন্তদের বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) বাংলাদেশ আক্রমণ করে সমগ্র বাংলাদেশের ওপর গুপ্ত সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপিত হয়।

৫৯। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্মানুরাগী ছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর সেনাপতি আম্রকরদত্ত ছিলেন বৌদ্ধ।

৬০। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক। তাঁর রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতের শক-রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে এবং সমসাময়িক প্রকাটক, কদম্ব ও নাগবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। স্মিথের মতে, "Probably India has never been governed better after the oriental manner than it was during the reign of Vikramaditya."

৬১। "শকারি" উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত "শকারি" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

৬২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন কে ছিলেন?

উঃ মহাকবি কালিদাস ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নবরত্নের শ্রেষ্ঠ কবি।

৬৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে কে আরোহণ করেন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র কুমার গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৬৪। কুমারগুপ্ত কতদিন রাজত্ব করেন? তাঁর উপাধি কি ছিল?

উঃ কুমারগুপ্ত ৪১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

৬৫। কুমারগুপ্ত-এর সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?

উঃ উত্তরবঙ্গ থেকে সৌরাষ্ট্র ও হিমালয় থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬৬। কুমারগুপ্তের সময় পুষ্যবর্মন ভুক্তি ও পূর্ব-মালবের শাসনভার কাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল?

উঃ কুমারগুপ্তের সময় পুষ্যবর্মন ভুক্তি ও পূর্ব-মালবের শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে চিরতদত্ত ও যুবরাজ ঘটোৎকচগুপ্ত।

৬৭। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ছিল?

উঃ কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে নর্মদা নদীর উপত্যকার অধিবাসী পুষ্যমিত্র নামে এক দুর্ধর্ষ উপজাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। এদের নেতা ছিলেন নরেন্দ্র সেন। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের বিপুল বিক্রমে এদের আক্রমণ প্রতিহত করে সুনিশ্চিত ধ্বংস থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন।

৬৮। কুমার গুপ্তের পর সিংহাসনে কে বসেন?

উঃ কুমারগুপ্তের দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। অনন্তদেবীর পুত্র ছিলেন পুরগুপ্ত এবং দেবকীর পুত্রছিলেন স্কন্দগুপ্ত। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। পুরগুপ্ত কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত তাঁকে পরাস্ত করে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' নামক গ্রন্থে স্কন্দগুপ্তকেই কুমার গুপ্তের উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৯। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি এক ও অভিন্ন?

উঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অনেকে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলে মনে করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন কোন মুদ্রায় 'বিক্রমাদিত্য' কথাটি উৎকীর্ণ আছে। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের উপাধি ছিল 'শকারি' ও তাঁর রাজসভায় 'নবরত্ন' ছিলেন। এদুটি দিকই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কবি কালিদাস ছিলেন মধ্যমণি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

Scanned by CamScanner

শকরাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এজন্য অনেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে 'বিক্রমাদিত্য' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে তিনটি পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, অন্যদিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক সব পণ্ডিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত করেননি। তৃতীয়ত, তিনি 'বিক্রম সম্বৎ' প্রবর্তন করেন নি।

৭০। স্কন্দগুপ্তের সময় হূণ আক্রমণের কথা কিভাবে জানতে পারা যায়?

উঃ 'জিতারী-স্তম্ভলিপি' থেকে হূণদের সঙ্গে স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধের বিবরণ বা হূণ আক্রমণের কথা জানতে পারা যায়।

৭১। স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাজিত করার ফলাফল কী ছিল?

উঃ স্কন্দগুপ্তের সিংহাসন লাভের কিছু পরেই হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতাই রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশ এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। পরাজিত হূণরা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত আক্রমণ করে নি। স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হূণরা পূর্ব-ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে ভারতের ইতিহাসে স্কন্দগুপ্ত চিহ্নিত থাকবেন।

৭২। স্কন্দগুপ্তের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?

উঃ পশ্চিমে কাথিয়াবাড় থেকে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর স্কন্দগুপ্ত নিজ প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন। পশ্চিম-ভারতে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও মালব তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

৭৩। স্কন্দগুপ্ত কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন?

উঃ স্কন্দগুপ্ত ছিলেন 'ভাগবৎ' ধর্মের অনুরাগী। কিন্তু তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও উদার ছিলেন। তাঁর কর্মচারী ও মন্ত্রিরা সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

৭৪। স্কন্দগুপ্তের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

উঃ ড. জয়স্বাল "আসমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প" নামক গ্রন্থের সমর্থনে স্কন্দগুপ্তকে "শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ রাজা" বলে অভিহিত করেছেন। জয়স্বালের মতে গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এশিয়া ও ইউরোপে তিনিই ছিলেন একমাত্র যোদ্ধা যিনি দুর্ধর্ষ ও বর্বর হূণদের সাফল্যের সঙ্গে পরাজিত করেছিলেন। শুধুমাত্র যোদ্ধা নয়, দক্ষ জনহিতকর শাসক হিসেবেও স্কন্দগুপ্তের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি সৌরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করেছিলেন। হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। চীনের সঙ্গেও স্কন্দগুপ্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

৭৫। গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট কে ছিলেন?

উঃ বুধগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট।

৭৬। বুধগুপ্ত সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উঃ বুধগুপ্তের পূর্বে পুরগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত নামে দুজন দুর্বল রাজা রাজত্ব করেন। বুধগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট। তাঁর সাম্রাজ্য বাংলাদেশ থেকে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত তিনি ৫০০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

৭৭। বুধগুপ্তের পরবর্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কী পরিণতি ঘটেছিল?

উঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে একাধিক গুপ্তরাজার কথা জানা যায়। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক ইতিহাস বা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। গাজীপুর উপত্যকা অঞ্চলে মৌখরীদের দ্বারা এই বংশের অবসান ঘটে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব ভারতে আদিত্য সেন নামে এক গুপ্ত রাজা কর্তৃক গুপ্ত সাম্রাজ্য কিছুদিনের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

৭৮। গুপ্ত সাম্রাজ্য-এর শাসনব্যবস্থা জানার জন্য কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়?

উঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা জানার জন্য প্রধানত গুপ্ত যুগের লিপি, মুদ্রা, শীল এবং স্মৃতিশাস্ত্র ও ফা-হিয়েনের বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়।

৭৯। গুপ্তলিপি ও মুদ্রা সংকলন কারা করেছিলেন?

উঃ গুপ্তযুগের কিছু লিপি প্রথমে সংকলন করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দিত্তট ও পরবর্তীকালে ড. দীনেশচন্দ্র সরকার এবং মুদ্রা সংকলন করেন ড. অ্যালান।

৮০। গুপ্তযুগে শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

উঃ মৌর্যদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থায় সংশোধিত রূপ দেখা যায় গুপ্ত যুগে। গুপ্ত সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র দু-প্রকারের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও রাজতন্ত্রই ছিল এই যুগের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৮১। গুপ্ত রাজারা কী কী উপাধি ধারণ করতেন?

উঃ গুপ্তরাজারা 'মহারাজাধিরাজ', 'অচিন্ত্যপুরুষ', 'পরমরাজাধিরাজ', 'পৃথ্বিপাল', 'পরমেশ্বর', 'সম্রাট' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন।

৮২। গুপ্ত যুগে রাজার দায়িত্ব কী ছিল?

উঃ গুপ্ত যুগে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রজা বর্গকে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজার। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, আইন-প্রণয়ন ও যুদ্ধ পরিচালনা করাও ছিল রাজার অন্যতম দায়িত্ব।

৮৩। গুপ্ত রাজতন্ত্র কী স্বেচ্ছাচারী ছিল?

উঃ সকল ক্ষমতার উৎস হওয়া সত্ত্বেও গুপ্তরাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বহু কর্মচারী ও মন্ত্রী নিযুক্ত করা হত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলির হাতে বহুবিধ ক্ষমতা অর্পিত থাকত। রাজা সাধারণত এই সব কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রজাদের মঙ্গল ও জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতি গুপ্তরাজারা সর্বদা সচেতন থাকতেন।

৮৪। গুপ্তযুগে মন্ত্রিপরিষদ কিভাবে গঠিত হত?

উঃ সম্ভবত রাজপুত্র, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সামন্তদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ছিল। কালিদাসের বর্ণনা অনুসারে কুশুকী (Chamberlion) এক-কর্মচারী মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অমাত্য নামে কর্মচারীদের মাধ্যমে রাজার কাছে পেশ করতেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার

Scanned by CamScanner

একমাত্র রাজারই ছিল। মন্ত্রিপরিষদের কর্তব্য ছিল রাজাকে পরামর্শ দান করা। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ নাবালক রাজার অভিভাবক হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করত।

৮৫। গুপ্ত শাসনকার্যে নিযুক্ত বে-সামরিক কর্মচারীবৃন্দের নাম কর। এদের কাজ কী ছিল?

উঃ শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বহু উচ্চপদস্থ বে-সামরিক কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। এদের মধ্যে 'রাজপুরুষ', 'রাজনায়ক', 'রাজপুত্র', 'রাজামাত্য', 'মহাসামন্ত', 'মহাপ্রতিহার', 'মহাধর্মাধ্যক্ষ', 'অন্তঃসপ্তারিকা' প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রতিহারের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজ-অন্তঃপুরবাসীনীদের তত্ত্বাবধান করা। রাজামাত্য সম্ভবত রাজার পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত থাকতেন। অন্তঃসপ্তারিকরা রাজার আদেশ কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করতেন আবার অনেক সময় তাঁরা রাজার সভাসদ হিসেবে রাজদরবারেও উপস্থিত থাকতেন।

৮৬। গুপ্ত যুগে রাজস্ব ও পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের নাম কর।

উঃ গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব ও পুলিশ বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না। এই দুটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মচারীরা ছিলেন, 'উপারিক', 'দশপরিধিক', 'দণ্ডক', 'গৌলমিক', 'কোট্টপাল', 'অক্ষরক্ষা' ইত্যাদি।

৮৭। গুপ্ত যুগের বিচারব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

উঃ রাজা বা সম্রাট নিজে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করতেন। জেলা বিচারকেরা বিচারকার্যের ব্যাপারে বণিক সম্প্রদায় ও কর্মচারী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যেমন 'শেঠ' ও 'কায়স্থ'দের সাহায্য লাভ করতেন। গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্যসভার প্রতিনিধিদের সাহায্যে রাজকর্মচারীরা বিচারকার্য সম্পাদন করত। দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জুরী প্রথার প্রচলন ছিল।

৮৮। গুপ্ত যুগে ফা-হিয়েনের মতে দণ্ডদান পদ্ধতি কীরূপ ছিল?

উঃ ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ যুগে শাস্তির কঠোরতা ছিল না বললেই চলে। অর্থদণ্ডই ছিল সাধারণ দণ্ডবিধি। কেবলমাত্র রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হত। বলাবাহুল্য ফা-হিয়েনের এই বিবরণ যথার্থ নয়।

৮৯। গুপ্তযুগে দণ্ডপ্রথা কী রূপ ছিল?

উঃ কালিদাসের বর্ণনা এবং 'মুদ্রারাক্ষস' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গুপ্তযুগে শাস্তির কঠোরতা ছিল। গুরুতর অভিযোগে প্রাণদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ বা হাতির পায়ের নিচে পিষে মারার মতো শাস্তি প্রদান করা হত। এই শাস্তিদানের মূলে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে শাস্তি সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করা।

৯০। গুপ্তযুগে সামরিক সংগঠন কেমন ছিল?

উঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত থেকে স্কন্দগুপ্ত সকল গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবাদী। গুপ্তরাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও দিগ্বিজয় তাঁদের সামরিক শক্তির সাক্ষ্য বহন করে। গুপ্ত সম্রাটদের সামরিক বাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী ও নৌ-বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল।

৯১। গুপ্ত যুগের সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের উল্লেখ কর।

উঃ গুপ্ত যুগে সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিম্ন—এই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 'মহাদণ্ডনায়ক' (প্রধান সেনাপতি), 'মহাসন্ধি-বিগ্রহিক' (যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের মন্ত্রী), 'মহাসেনাপতি' (সমর সেনাপতি), 'মহাবলাধিকৃত' (উচ্চ সেনাপতি) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। গুপ্ত সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক সেনাবাহিনীর (মৌল) ও সামন্তবাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯২। গুপ্ত যুগে যুদ্ধাস্ত্র কী ছিল?

উঃ গুপ্ত সম্রাটদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, তরবারি, কুঠার, বর্শা ইত্যাদি।

৯৩। গুপ্ত সম্রাটদের নৌ-বাহিনী কেমন ছিল?

উঃ গুপ্ত সম্রাটদের একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে আধিপত্য স্থাপনের জন্য গুপ্ত সম্রাটদের নৌযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' থেকে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত সিংহল ও অন্যান্য বহু দ্বীপপুঞ্জের ওপর সমুদ্রগুপ্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এই আধিপত্য স্থাপন একমাত্র নৌশক্তির সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। যদিও গুপ্ত সম্রাটদের নৌ-বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নি।

৯৪। গুপ্ত যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

উঃ গুপ্তযুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্র সংস্করণ। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র গুপ্ত সাম্রাজ্যকে 'ভুক্তি', 'দেশ', 'রাষ্ট্র' ও 'মণ্ডল' বিভক্ত করা হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলে 'ভুক্তি' ছিল সাধারণ বিভাগ। দক্ষিণাঞ্চলে 'মণ্ডল' ছিল সাধারণ বিভাগ। 'ভুক্তি' কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল। সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। দক্ষিণাঞ্চলের 'মণ্ডল'গুলি 'নাড়ু' ও 'কোট্টম'-এ বিভক্ত ছিল। 'দেশ' ও 'ভুক্তি'র শাসনভার যথাক্রমে গোপত্রি ও উপারিক-মহারাজ এবং কখন কখন রাজকুমারদের হাতে ন্যস্ত থাকত। জেলার শাসক ছিলেন আয়ুক্ত। 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'কুলিক', 'সার্থবাহ', 'প্রধান-কায়স্থ' প্রভৃতি কর্মচারীরা আয়ুক্ত বা বিষয়পতিদের সাহায্য করতেন। গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' নামক কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত ছিল।

৯৫। গুপ্ত যুগে প্রচলিত করগুলির নাম কর।

উঃ গুপ্তযুগে 'ভাগ' বা ভূমিকর, ভোগকর বা 'চুক্তিকর', 'ভূতপ্রত্যয়' বা আবগারী শুল্ক ছাড়াও খেয়া, খনি ও রাজার খাস ভূ-সম্পত্তি থেকে আয়, বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান বা 'বিষ্টি' ও বৈদেশিক আক্রমণের সময় অতিরিক্ত কর বা 'মল্লকর' আদায় করা হত।

৯৬। গুপ্ত যুগের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কী জান?

উঃ গুপ্ত যুগে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। এ যুগে জনবহুল নগরের শাসনকার্য 'নিগমসভা' পরিচালনা করত। 'নগর-শ্রেষ্ঠী', 'পুস্তাপাল', 'সার্থবাহ' প্রমুখদের নিয়ে 'নিগম-সভা' গঠিত হত। নগর শাসনকর্তাকে 'নগররক্ষক' বা 'পুরপাল' বলা হত। নগরের ধর্মশালাগুলি 'অবস্থিক' নামক কর্মচারী তত্ত্বাবধান করতেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংশাসিত। "গ্রামীক" নামক কর্মচারী গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের পরামর্শ অনুসারে গ্রামের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতেন।

৯৭। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি লেখ।

উঃ আরব ঐতিহাসিক ইবন্ খালদুন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্ম আছে, উত্থান আছে ও পতনও আছে।" দেশ-কাল ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সাম্রাজ্যের

Scanned by CamScanner

পতনের কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের মূলে কয়েকটি সাধারণ কারণ ছিল। রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রাদেশিক অভ্যুত্থান, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতায় প্রবণতা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সৃষ্টি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি।

৯৮। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বৈদেশিক আক্রমণ কতটা দায়ী ছিল?

উঃ বৈদেশিক আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র ও হূণদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে পড়ে। স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ প্রতিহত করলেও পরবর্তীকালে হূণজাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা যে নষ্ট হয়েছিল এমন কথা অস্বীকার করা যায় না।

৯৯। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিদ্রোহ করেছিল?

উঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মালবের যশোবর্ধন, বলভীর মৈত্রকরা ও কনৌজের মৌখরীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশও গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১০০। কোন্ শিলালিপি থেকে বকাটক রাজ্যের বিরোধিতার কথা জানা যায়?

উঃ বালাঘাট শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বকাটক-রাজ নরেন্দ্র সেন কোশল-মেকল-মালব অঞ্চলের ওপর নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। জুনাগড় লিপি থেকে জানা যায় স্থানীয় অভিজাতগণ বকাটকদের পক্ষ গ্রহণ করেন।

১০১। হূণনেতা তোরমান সম্পর্কে কি জান?

উঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে হূণ নায়ক তোরমানের নেতৃত্বে হূণরা পাঞ্জাব অতিক্রম করে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং পশ্চিমাংশের কিছু অঞ্চল দখল করে। তোরমানের মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও কাশ্মীরের কিয়দংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। অনুমান করা হয় যে গান্ধারের হূণ পরিবারের সঙ্গে তোরমানের সম্পর্ক ছিল। অষ্টম শতকে রচিত 'কুবলয়মালা' নামক জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তোরমান চেনাব নদীর উপকূলে বাস করতেন এবং তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। ৫১০ খ্রিস্টাব্দে তোরমান ভানুগুপ্তের (গুপ্তসম্রাট)-র কাছে পরাজিত হন।

১০২। মিহিরকুল কে ছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?

উঃ তোরমানের মৃত্যুর পর মিহিরকুল হূণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (৫১৫ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁর রাজধানী ছিল শকল বা শিয়ালকোট। মিহিরকুল ছিলেন শক্তিশালী রাজা। গান্ধার, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত ও সিংহল তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর নেতৃত্বে হূণ প্রাধান্য গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মিহিরকুল মধ্য ভারতে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হলে মান্দাশোরের অধিপতি যশোধর্মের কাছে পরাজিত হন (৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে)।

১০৩। মিহিরকুল কোন্ মগধরাজ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন? একথা কার বিবরণী থেকে জানা যায়?

উঃ হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মগধ-রাজ বালাদিত্য এক যুদ্ধে মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে মুক্তিলাভের পর মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

১০৪। মিহিরকুল কোন্ ধর্মের উপাসক ছিলেন?

উঃ মিহিরকুলের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। 'গোয়ালিয়র-লিপি' থেকে জানা যায় যে, মিহিরকুল সূর্যের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মিহিরকুল প্রবল বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন।

১০৫। হূণরা ভারতের কোন্ জাতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে?

উঃ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি ও কনৌজের মৌখরী রাজবংশের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে হূণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজপুত জাতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

১০৬। "পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্বরদের আক্রমণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তর ঘটিয়েছিল"—এই উক্তিটি কার?

উঃ ড. স্মিথ হূণ আক্রমণের ফলাফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্বরদের আক্রমণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তর ঘটিয়েছিল।

১০৭। হূণ আক্রমণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

উঃ ইউরোপে যেমন হূণ আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল, তেমনি ভারতেও হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হয় এবং বিধ্বস্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ওপর একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং বিদেশী জাতি মৈত্রকরা সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত বলভীতে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রোচ অঞ্চলে অপর এক বিদেশী জাতি গুর্জররা এক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে।

১০৮। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হূণ আক্রমণের ফলে কী পরিবর্তন হয়েছিল?

উঃ হূণ আক্রমণের ফলে ভারতের বহু মন্দির, মঠ ও অন্যান্য শিল্প নিদর্শন বিনষ্ট হয়। শুধুমাত্র শিল্প নিদর্শনই নয়, অসংখ্য ঐতিহাসিক দলিলপত্রও বিনষ্ট হয়েছিল।

১০৯। ভারতে হূণ আক্রমণের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

উঃ ভারতে সামাজিক ক্ষেত্রে হূণ আক্রমণের ফলে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই পরিবর্তন হল—প্রথমত হূণরা ক্রমশ তাদের রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে ভারতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ভারতীয় নারী বিবাহ করে এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে কালক্রমে ভারতীয় সমাজে মিশে যায়। এর ফলে ভারতীয়দের মহান নৈতিক ঐতিহ্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। পরবর্তীকালে গুর্জর ও অন্যান্য হূণ-জাতিগুলির সংমিশ্রণ থেকেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয়ত হূণ ও অন্যান্য বিদেশীদের ভারতীয় সমাজে সংপৃক্ত হওয়ার ফলে হিন্দু-সমাজে বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হয়ে ওঠে।

১১০। দক্ষিণ ভারতের প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির উত্থান কাদের নেতৃত্বে ঘটেছিল?

উঃ দক্ষিণ ভারতে প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির উত্থান সাতবাহনদের নেতৃত্বে ঘটেছিল।

Scanned by CamScanner

১১১। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের বৃহত্তম দুটি রাজনৈতিক দলের নাম কর।

উঃ মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের বৃহত্তম দুটি রাজনৈতিক দল হ'ল—কুষাণ ও সাতবাহন।

১১২। কুষাণ সাম্রাজ্যের পরিধি বর্ণনা কর।

উঃ কুষাণ সাম্রাজ্য ছিল মূলত একটি মধ্যএশিয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বাহিরে প্রায় সমগ্র পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অধিকাংশ, বর্তমান সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার প্রধান প্রধান কয়েকটি অঞ্চল ও ভারতের অভ্যন্তরস্থ এক বিশাল এলাকা, বিশেষ করে প্রায় সমগ্র উত্তরভারত কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১৩। সাতবাহন রাজ্যের পরিধি কতদূর বিস্তৃত ছিল?

উঃ দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত অঞ্চল অর্থাৎ সমগ্র মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের অধিকাংশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকাংশ সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১৪। সৌরাষ্ট্রে বলভীবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ ভটার্ক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সৌরাষ্ট্রে বলভী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

১১৫। ভটার্ক ও ধরসেন কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ ভটার্ক ও ধরসেন সেনাপতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

১১৬। ধরসেনের পরবর্তী রাজাদের নাম কর। মৈত্রকরা কখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে?

উঃ ধরসেনের পরবর্তী পাঁচজন রাজা যথাক্রমে দ্রোণসিংহ, প্রথম ধ্রুবসেন, ধরপত্ত, গুহ্যসেন ও দ্বিতীয় ধরসেন 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবত এঁরা গুপ্ত অথবা অন্য কোন রাজবংশের প্রতি আনুগত্য দেখাতেন। যাই হোক হূণ সাম্রাজ্যের পতনে মৈত্রকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১১৭। মৈত্রক বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিলেন?

উঃ দ্বিতীয় ধরসেনের পুত্র শিলাদিত্য ছিলেন এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। সম্ভবত তিনি ৬০৬ থেকে ৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১১৮। আরবরা কার সময়ে বলভী রাজ্য আক্রমণ করে?

উঃ বলভী রাজ পঞ্চম শিলাদিত্যের আমলে সিন্ধুদেশের আরবরা বলভী আক্রমণ করে রাজপুতানা, গুজরাট ও কাথিয়াবাড় বিধ্বস্ত করে। সম্ভবত ৭২৫ থেকে ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বলভীর বিরুদ্ধে আরবরা আক্রমণ চালায়।

১১৯। কোন্ মৈত্রকরাজের অধীনে বলভী রাজ্য চরম উন্নতি লাভ করেছিল?

উঃ চতুর্থ ধরসেনের রাজত্বকালে বলভী রাজ্য শক্তি ও মর্যাদার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। চতুর্থ ধরসেন গুর্জর রাজের আনুগত্য লাভ করেন এবং লোচ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য প্রসারিত হয়। সম্ভবত ৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

১২০। শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বলভীর খ্যাতি বর্ণনা কর।

উঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বলভী খ্যাতি অর্জন করে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসিং বলভীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নালন্দার মত সে যুগে বলভীও ছিল একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। বলভীর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে গুণমতি ও স্থিরমতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বলভীর শিক্ষায়তন থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা হত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু শিক্ষাব্রতী বলভীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসতেন।

১২১। কোন্ গ্রন্থ থেকে মৌখরী রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়?

উঃ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক গ্রন্থে 'মৌখরী' রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১২২। লিপি ও সাহিত্য থেকে মৌখরীদের সম্পর্কে কি জানতে পারা যায়?

উঃ লিপি ও সাহিত্যে মৌখরীদের দুটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম শাখাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যজ্ঞবর্মণ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন শার্দুল ও বর্মণ ও অনন্ত বর্মণ। দ্বিতীয় শাখাটির নৃপতিরা ছিলেন হরি বর্মণ, ঈশ্বর বর্মণ, ঈশান বর্মণ, সর্ব বর্মণ, অবন্তি বর্মণ ও গ্রহ বর্মণ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দিতে মৌখরীরা গয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতেন।

১২৩। কোন্ গ্রন্থে মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তরাজাদের সংঘর্ষের কথা জানতে পারা যায়?

উঃ 'হর্ষচরিত' গ্রন্থ থেকে মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তরাজাদের সংঘর্ষের কথা জানতে পারা যায়।

১২৪। মৌখরীদের নতুন রাজবংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন?

উঃ মৌখরীদের নতুন রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন হরি বর্মণ।

১২৫। মৌখরী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

উঃ ঈশ্বর বর্মণের পর তাঁর পুত্র ঈশান বর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালেই মৌখরী রাজবংশ শক্তি ও মর্যাদার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল।

১২৬। মৌখরী রাজ্যের সঙ্গে থানেশ্বরের মিত্রতা কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল?

উঃ থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধন মৌখরীরাজ গ্রহ বর্মণের সঙ্গে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়ে মৌখরীদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলেন।

১২৭। কিভাবে মৌখরী রাজ্যের পতন ঘটে?

উঃ মালবের গুপ্তরাজা দেবগুপ্ত গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক সম্মিলিতভাবে মৌখরীরাজ্য আক্রমণ করে তা ধ্বংস করেন। যুদ্ধে গ্রহ বর্মণ নিহত হলে মৌখরী রাজ্যের অবসান ঘটে।

১২৮। যশোধর্মণ কোথাকার রাজা ছিলেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? তিনি কোন্ হূণ নেতাকে পরাজিত করেন?

উঃ যশোধর্মণ মালবের রাজা ছিলেন। যশোধর্মণের রাজধানী ছিল মন্দাশোর। যশোধর্মণ হূণ-রাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করেন।

Scanned by CamScanner

১২৯। যশোধর্মণের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?

উঃ যশোধর্মণের রাজ্য ব্রহ্মপুত্র থেকে আরবসাগর ও হিমালয় থেকে পূর্বঘাট পর্বত বিস্তৃত ছিল।

১৩০। কোন্ লিপি থেকে মালবের গুপ্তবংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়?

উঃ গুপ্তরাজ আদিত্যসেনের শিলালিপি থেকে মালবের গুপ্ত বংশীয় রাজাদের কথা জানা যায়।

১৩১। আদিত্য সেন কে ছিলেন?

উঃ মালবের গুপ্ত রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন আদিত্য সেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে অরাজকতার সুযোগ নিয়ে তিনি নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। আদিত্য সেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি গৌড় ও মৌখরী রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে মৌখরীরাজের বিবাহ দিয়েছিলেন। সাহাপুর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, আদিত্য সেন ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

১৩২। মালবের গুপ্ত বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?

উঃ মালবের গুপ্ত বংশের শেষ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জীবগুপ্ত।

১৩৩। কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে বকাটক রাজ্য গড়ে উঠেছিল?

উঃ মধ্যভারত ও দক্ষিণভারতের কিছু অংশ নিয়ে বকাটক রাজ্য গঠিত হয়। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত রাজবংশের উৎপত্তি হয় তার মধ্যে বকাটক বংশ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৩৪। বকাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? বকাটক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?

উঃ বকাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্যশক্তি। প্রথম প্রবর সেন ছিলেন বকাটক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

১৩৫। দক্ষিণ ভারতের ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বকাটকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বর্ণনা কর (যে কোন ১টি)।

উঃ ধর্ম : বকাটক রাজারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁদের অনেকেই শিবের উপাসক ছিলেন। একমাত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। বকাটক রাজারা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রথম প্রবর সেন সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের প্রতি বকাটক রাজাদের ভূমিদানের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের বকাটক রাজারা বহু ভূমিদান করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বকাটক রাজারা বহু শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

সাহিত্য : বকাটক রাজারা সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই লেখকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। বকাটক-রাজা সর্বসেন 'হরিবিজয়' নামে একটি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সর্বসেন-এর রাজধানী ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র। দ্বিতীয় প্রবর সেনও প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্য রচনা করেন যার মধ্যে 'সেতুবন্ধ' কাব্যগ্রন্থটি বিশেষ খ্যাত ছিল। অনেকে মনে করেন মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় প্রবর সেনের রাজসভায় কিছুকাল ছিলেন এবং এখানেই কালিদাস 'মেঘদূত' মহাকাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন।

শিল্পকলা : বকাটক রাজারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে নির্মিত তিগোয়ার মন্দিরে সংরক্ষিত গঙ্গা-যমুনার মূর্তি ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অজন্তার ষষ্ঠ ও সপ্তম বিহারগুলি ও ঊনবিংশ চৈত্যগুহা এই যুগেই নির্মিত হয়েছিল। ফারগুসন (Fergusson)-এর মতে এই বিহার দুটি ভারতের অন্যতম বৌদ্ধ শিল্প নিদর্শন।

১৩৬। গুপ্ত যুগে আগত দুজন চৈনিক পরিব্রাজকের নাম কর।

উঃ চৈনিক-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, ই-সিং প্রমুখ গুপ্তযুগে ভারতে এসেছিলেন।

১৩৭। কোন্ শিলালিপি থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন?

উঃ এরণ শিলালিপি থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছিলেন।

১৩৮। ঘটোৎকচ গুপ্ত কে?

উঃ তুমাইন শিলালিপিতে ঘটোৎকচ গুপ্তের নাম পাওয়া যায়। একটি মুদ্রায় ঘটোৎকচ গুপ্তের নাম ও 'ক্রমাদিত্য' উপাধি পাওয়া যায়। বায়নার মুদ্রা ভাণ্ডারে ছত্র প্রতীক যুক্ত ক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। তবে পণ্ডিতদের অনুমান স্কন্দগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত একই লোক নন। কারণ উভয়ের মুদ্রার প্রতীক ও ওজনের পার্থক্য দেখা যায়। যাই হোক, যদি ঘটোৎকচ গুপ্ত প্রকৃতই কুমার গুপ্তের পর সিংহাসনে বসে থাকেন তবে তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কারণ ঘটোৎকচ গুপ্ত খুবই অল্প সময়ের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন।

১৩৯। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষের দিকে কাদের আক্রমণ প্রতিহত করে স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করেন?

উঃ কুমার গুপ্তের রাজত্বের শেষের দিকে অথবা নিজের রাজত্বের প্রথম দিকে বকাটক পুষ্যমিত্র জোটের আক্রমণ প্রতিহত করে স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করেন।

১৪০। দুর্ধর্ষ হূণদের হাত থেকে স্কন্দগুপ্তকে 'ভারতের রক্ষাকারী' বলে কে অভিহিত করেছেন?

উঃ দুর্ধর্ষ হূণদের হাত থেকে স্কন্দগুপ্তকে 'ভারতের রক্ষাকারী' বলে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার অভিহিত করেছেন।

১৪১। স্কন্দগুপ্তের কয়েকজন যোগ্য কর্মচারী ও সেনাপতির নাম কর।

উঃ দোয়াবে সর্ব নাগ, সৌরাষ্ট্রে পরাণ দত্ত, কোশাম্বীতে ভীম বর্মণ প্রমুখ যোগ্য কর্মচারী ও সেনাপতিরা স্কন্দগুপ্তের ডানহাতের মতই ছিলেন।

১৪২। কত খ্রিস্টাব্দে মগধ গুপ্তদের হস্তচ্যুত হয়? বাংলায় গুপ্ত রাজার নাম কি ছিল?

উঃ ৫৫০ খ্রিঃ নাগাদ মগধ গুপ্তদের হস্তচ্যুত হয়। বাংলায় গুপ্তরাজার নাম ছিল বৈন্যগুপ্ত।

Scanned by CamScanner